

সংবাদ পত্র পাবেন এই লিঙ্কেও



@tripurabhabishyat



@tripurabhabishyat



মারাত্মক ড্রোন

ভারতের হাতে আসছে মারাত্মক ড্রোন! চোখের পলকে ধ্বংস হবে শত্রু বিমান, ভয় পাচ্ছে চীনও আরও শক্তিশালী হচ্ছে ভারত। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অন্তত কয়েক পা এগিয়ে গেল দেশ। ছোট আকারের মারপাশ্র হিঁসাবে ব্যবহার হতে পারে এমন ড্রোন তৈরি হল ভারতে। বলা চলে সশস্ত্র ড্রোন। তার সঙ্গেই যুক্ত থাকবে ছোট মিসাইল। তবে এটা এতটাই শক্তিশালী হবে যে কিছুক্ষণের মধ্যে শত্রুর ট্যাকও ধ্বংস করে দিতে পারে।

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

বাংলা দৈনিক পত্রিকা

খবরের শেষ কথা

Tripura Bhabhishyat, Bengali Daily, Agartala Year 32, Issue : 104: Monday, 17th April, 2023, সংখ্যা- ১০৪ : ৩ বৈশাখ, ১৪৩০ বাংলা, সোমবার : মূল্যঃ ৫ টাকা Online e-paper : www.tripurabhabhishyat.in

নীড় ফেটে রোদ পড়ে, পথিকের ঘাম ঝড়ে

ডাঃ কনক চৌধুরী
(অতিথি কলাম)

কেন আগুনের সুনামি

১) ত্রিপুরার ৯৯.৯৯ শতাংশ অঞ্চলে বনভূমি।
২) এর মধ্যে প্রায় ৮৫ হাজার হেক্টর জমিতে রাবার চাষ হয় এই রাজ্যে মোট ১ লক্ষ হেক্টর জমি অর্ধি রাবার চাষ হতে পারে ত্রিপুরায়। এরপর আর নয়।



৩) বর্তমান তীব্র গরমের সাথে রাবার চাষ এর সম্পর্ক ক্ষীণ কিন্তু এটা সঠিক যে রাবার হলো 'মনোকালচার' চাষ। এক জায়গায় শুধু রাবারই লাগানো হয়। এতে প্রকৃতির বায়োডাইভারসিটি বা জৈব বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪) বানর ও অন্যান্য পশুপাখি রাবার বন অপছন্দ করে, তারা অন্যত্র স্থানান্তরিত হচ্ছে। আমরা টাকা পাচ্ছি রাবার থেকে, কিন্তু আমাদের সবচেয়ে নিকট-সম্পর্কিত প্রাণীদের দেয়া ইঙ্গিতকে অবহেলা করছি!

গরমের আগুন বাড়ছে।
৫) যেভাবে খুশি, নিয়ম-নীতি না মেনে কংক্রিটের বাড়ির বানানো হচ্ছে। আগরতলা-সদর'' সহ সবগুলো জেলা অঞ্চলের বাজারে দিনের বেলা ঘোরাঘুরি করা দায়। একটু ছায়ায় দাঁড়ানো প্রায়

অসম্ভব।
৬) প্রতিটি চৌমুহনী, দোকানের সামনে, পার্ক, রাস্তাতে ছায়া প্রদানকারী গাছ লাগানোকে বাধ্যতামূলক করা সম্ভব।
পুর পরিষদ তা করতেনই
২য় পাতায় দেখুন

এবার বাংলা ভাষাতেও হবে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা! কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে লাভবান ত্রিপুরা

কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর পরীক্ষা নিয়ে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এখন থেকে হিন্দি ও ইংরেজি ছাড়াও ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা দেওয়া যাবে।

যার মধ্যে রয়েছে অসমীয়া, বাংলা, গুজরাটি, মারাঠি, মালয়ালম, কন্নড়, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, উর্দু, পাঞ্জাবি, মণিপুরি এবং কোঙ্কনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে স্থানীয় যুবকদের উপস্থিতি বাড়ানো এবং আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারকে বৃদ্ধির জন্যই এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'স্থানীয় যুবদের কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করতে এবং আঞ্চলিক ভাষার প্রচার করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' বাংলা সহ অন্যান্য ভাষায় পরীক্ষা নেওয়ার জন্য অনেকেই দাবি উঠেছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ

২য় পাতায় দেখুন

জে আর বি টি নিয়োগের দাবীতে বিক্ষোভ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : জে আর বি টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অবিলম্বে নিয়োগের দাবীতে রবিবার আগরতলা সিটি সেন্টারে সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংঘটিত করেন চাকুরী প্রার্থীরা। অবিলম্বে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আসলোনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে এদিন ঈশ্বরীয়ার দিয়েছেন। উল্লেখ্য সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে জুন-জুলাইয়ের মধ্যে ক্ষত নিয়োগ

২য় পাতায় দেখুন

শর্ট সার্কিটে বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকায় বিদ্যুতের শর্ট সার্কিটে এক ব্যক্তির বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অল্পতে রক্ষা পায় এলাকা। জানা যায় রবিবার সকালে রঘুনাথপুর এলাকায় শাজাহান মিয়া'র বাড়িতে বিদ্যুতের

২য় পাতায় দেখুন

নয়া চ্যানেল

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : রবিবার রাজধানীর একটি বেসরকারি হোটেলের উদ্বোধন হলো নিউজ গ্রাউন্ড চ্যানেল নামক একটি নতুন বৈদ্যুতিক সংবাদ মাধ্যমের। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, হেডলাইন ত্রিপুরার এডিটর প্রণব সরকার এবং আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রেসিডেন্ট জয়ন্ত ভট্টাচার্য। আমন্ত্রিত অতিথি তথা বক্তারা বক্তৃতিতে সংবাদ পরিবেশনের উপর তাদের বক্তব্য ও মতামত তুলে ধরেন।

ত্রিপুরা দর্পনের তারকা সমাবেশ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : রাজ্যের একটি প্রভাবী দৈনিক ত্রিপুরা দর্পন তাদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মূল অনুষ্ঠান হয়। সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছিলেন হেডলাইনস ত্রিপুরার এডিটর প্রণব সরকার, আগরতলা প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি সত্যরত চক্রবর্তী সহ বিশিষ্ট লেখক, শিল্পী সাহিত্যিকরা। এই সংবাদপত্রটির পথ চলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সম্পাদক সমীরণ রায়।

এবার মণিপুরে গির্জার উপর চলল বুলডোজার! ধূলিসাৎ তিনটি চার্চ, তুঙ্গে বিতর্ক

সংবাদ সংস্থা : উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ কাশ্মীরের পর এবার বুলডোজার চলল মণিপুরে। এতদিন মাদ্রাসায় দেখা গেছে বুলডোজার অ্যাকশন। এবার বুলডোজার গুঁড়িয়ে দিল পরপর ৩টি গির্জা। তারপরই তুলকালাম সে রাজ্য। গত রবিবার দিল্লির একটি গির্জায় গিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়-এর বার্তা দিয়ে আসেন।

আর এর ৩ দিনের মধ্যেই বুলডোজার ধ্বংস করল গির্জা। মণিপুর রাজ্যে মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ খ্রিস্টান। যে তিনটি গির্জা ভাঙা হয়েছে তার মধ্যে

মণিপুর রাজ্যে মোট জনসংখ্যার ৪১ শতাংশ খ্রিস্টান। যে তিনটি গির্জা ভাঙা হয়েছে তার মধ্যে একটি ১৯৭৪ সালে তৈরি হয়েছে। এই ঘটনার পরই আতঙ্কে রয়েছেন সে রাজ্যের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন ওঠে হঠাতগির্জা ভাঙা হল কেন? মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং-এর দাবি, সবকিছু গির্জাই অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল।

একটি ১৯৭৪ সালে তৈরি হয়েছে। এই ঘটনার পরই আতঙ্কে রয়েছেন সে রাজ্যের খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন ওঠে হঠাতগির্জা

২য় পাতায় দেখুন



ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার জনাব মুসতাফিজুর রহমান রবিবার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা'র সাথে তার সরকারী বাসভবনে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতকারে মিলিত হন।

পূর্ব মহিলা থানার এসআই মৌসুমীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : আগরতলা পূর্ব মহিলা থানায় এক সরকারি কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে ডেকে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতনের জেরে শেষ পর্যন্ত ওই সরকারি কর্মচারী অভিমানে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। আগরতলা পূর্ব মহিলা থানার দুই পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে পরিবারের তরফ থেকে গুরুতর

অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার সূচ্য তদন্তক্রমে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় থানায় ডেকে এক সরকারি কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হয়রানী করা হয়। পরবর্তী সময় থানা থেকে ছাড়া পেয়ে

অভিমানে আত্মঘাতী হন ডিএম অফিসে কর্মরত ইউডিসি প্রবীর লোধ। পূর্ব মহিলা থানার পুলিশের হেনস্থার কারণে এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। অবশেষে রবিবার মৃত প্রবীর লোধের পরিবারের পক্ষ থেকে পূর্ব থানায় পুশিশ আধিকারিক মৌসুমী দেববর্মী এবং অভিযোগকারী আশালতা দেববর্মীর বিরুদ্ধে মামলা

২য় পাতায় দেখুন

সরকারি কাজ করেও মিলছে না টাকা!

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : শ্রমিকরা প্রশাসনের আধিকারিক এর দরজায় দরজায় ঘুরে রীতিমতো ক্লান্ত। ঘটনা গোপিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে।
২০২০-২১ অর্থবর্ষ অনুযায়ী বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত গোপিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২ টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, কসবা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১ টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার সহ এইভাবে বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত মোট ৯ টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের এই মেরামতের কাজগুলি স্থানীয় ঠিকাদারেরা কাজের বরাত পেয়ে রীতিমত বিশালগড় ব্লকের নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করে

An Initiative by JOYJIT SAHA

Big Books

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

An ISO 9001:2015 Certified Company

পারুল প্রকাশনী

AGARTALA GUWAHATI KOLKATA DELHI | NCR

৯ 97 74 41 42 98

৬১, Shishu Udayan Bypass Bilton, A.K. Road, Agartala 799001

বিল জমা দেয়। কিন্তু আজ এক বছরের উপরে হয়ে গেলেও ঠিকাদারেরা এখনো পর্যন্ত তাদের কাজের সেই ন্যায্য টাকা পায়নি। যার ফলে ঠিকাদারেরা বিশালগড় আর ডি ব্লকের বিভিন্ন সহ সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং বিশ্রামগঞ্জ স্থিত সিপাহীজলা জেলার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর কাছেও যায় কিন্তু সবাই ঠিকাদারদের সময়ের পর সময় বেঁধে দিচ্ছে কিন্তু তারপরেও তাদের কাজের সেই ন্যায্য টাকা

২য় পাতায় দেখুন

মৌদী পদবী বিতর্কের স্থান কোলারে থেকেই কর্ণাটক ভোট প্রচার শুরু করছেন রাহুল



সংবাদ সংস্থা : যোলোই এপ্রিল কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রচার শুরু করছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রবিবার কোলার থেকে শুরু করা এই

প্রচারে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে থাকবেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াগে। প্রসঙ্গত এই কোলারেই রাহুল গান্ধী মৌদী পদবী নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। যে কারণে তাঁর লোকসভা সদস্যপদও খারিজ হয়ে যায়। ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে এই কোলারে মৌদী পদবী নিয়ে কটাক্ষ করেছিলেন রাহুল গান্ধী। এই ঘটনায় গুজরাতে'র এক বিজেপি বিধায়ক মামলা দায়ের করেন। দৌধী স্যাব্যন্ত হওয়ার পরে এবছরেই তাঁর লোকসভায় সদস্যপদ খারিজ হয়ে

যায়।
প্রসঙ্গত কংগ্রেস এদিনই কোলার থেকে তাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। কোলার থেকে লড়াই করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গারামাইয়া। যদিও সেই ইচ্ছায় মান্যতা দেয়নি কংগ্রেস হাইকমান্ট। কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ২২৪ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২০৯ টি আসনের জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। রবিবার রাহুল গান্ধী দুদিনের সফরে কর্ণাটক যাচ্ছেন। এই দুদিনে তিনি চারটি

সভায় ভাষণ দেবেন। রাহুল গান্ধীর কোলারের সভাটি রয়েছে রবিবার বিকেলে। এরপর তিনি বেঙ্গালুরু'র কাছে একটি শ্রমিক সমাবেশে যোগ দেবেন। ওইদিন সন্ধ্যায় রাহুল গান্ধী বেঙ্গালুরুতে কর্ণাটক কংগ্রেসের নতুন ভবনের উদ্বোধন করবেন। রাহুল গান্ধী সোমবার ১৭ এপ্রিল বিদার জেলার ভালকি এবং ছন্নাবাদের সভায় ভাষণ দেবেন। এর আগে তিনি গত মাসে বেলাগাভিতে দলের যুব সম্মেলনে অংশ নিয়ে বলেছিলেন রাজ্যে

২য় পাতায় দেখুন

এবার একশন শুরু হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : 'কোনও ভাবেই রাজ্যে অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না। অশান্তি সৃষ্টিকারী যেই দলেরই হোক, কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। এক বার, দুই বার, তিন বার সাবধান করা হয়েছে, আর কাউকে সাবধান করা হবে না, এবার একশন শুরু হবে। মানুষ এইসব ভালো চোখে দেখে না।' রবিবার বিশালগড় নতুন টাউন হলে বিশালগড় পুরপরিষদ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই কড়া হুশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। তিনি বলেছেন বিশালগড় বরাবরই সাংস্কৃতিক চর্চার দৃষ্টিতে ঘেরাচ্ছে। এই ধারাবাহিকতা এগিয়ে চলেছে বর্তমান প্রজন্মও।

॥ স্বর্ণ অক্ষয় ॥

১৭ই থেকে ২৬শে এপ্রিল পর্যন্ত
অফারের সময় ব্যবহার খোলা
২২ ও ২৩ তারিখ সকাল ৯টা ৩০মি. থেকে শোরুম খোলা থাকবে

স্বর্ণকমল Jewellers®

Swarnakamal Jewellers

মেগা লাকি - ড্রতে ২টি সোনার নেকলেস

প্রতিদিন লাকি - ড্রতে ২টি সোনার কয়েন

প্রতিটি কেনাকাটায় স্বর্ণ মুদ্রা

(১২ গ্রামের উর্ধ্বে নতুন সোনার গয়না। কেনাকাটায়) (২৭ হাজার টাকার উর্ধ্বে নতুন হীরের গয়না কেনাকাটায়)

প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার

পুরানো গয়নার সমমূল্যের নতুন হলমার্ক যুক্ত গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ

FLAT 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরীতে

FLAT 25% ছাড় সোনার গয়নার মজুরীতে

KISNA

DIAMOND & GOLD JEWELLERY

Join us for The Grand Diamond exhibition

Diamond Jewellery range starts from ₹ 5900/- only

Swarnakamal Jewellers, Hari Ganga Basak Road. Near Kaman Chowmuhani, Agartala, Ph : 0381-2387045 / 8794277509

সম্বর্ধিত অধ্যক্ষ

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : রবিবার দুপুর ১২ টায় ধর্মনগর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা ধর্মনগরের এম এল এ শ্রী বিশ্বব্রজ সেন কে সম্বর্ধনা প্রদান করেন প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি পলাশ সেন, সম্পাদক পামালাল ঘোষ সহ অন্যান্যরা। সভা শেষে এক সাক্ষাতকারে উপাধ্যক্ষ বিশ্বব্রজ সেন বলেন, "প্রেসক্লাবের সকল পাদাধিকারী এবং সদস্যরা আমাকে সম্মানে আত্মীয়তায় ভরে আমায় কৃতজ্ঞতার পাশে আশ্রয় করলেন, আমি ধর্মনগর প্রেসক্লাবের সমৃদ্ধি কামনা করি।"

বাংলাদেশে ফের অগ্নিকাণ্ডে আহত ২৮

ভানুরঞ্জন চক্রবর্তী, ঢাকা

ঢাকা, ১৫ এপ্রিল: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নিউ মার্কেটের পাশের নিউ সুপার মার্কেটে ভয়াবহ আগুনে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আহত হয়েছে কমপক্ষে ২৮ জন। ভোরে লাগা এ আগুন নিয়ন্ত্রনে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের ৩০টি ইউনিট। তাদের পাশাপাশি কাজ করে রাব, পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা। তারা প্রায় চার ঘণ্টা কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনলেন আগুন পুরোপুরি নেভাতে আরও কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে যায়। অতি সম্প্রতি

২য় পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

TRIPURA BHABISHYAT, MONDAY, 17th APRIL, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, সোমবার, ১৭ এপ্রিল, ২০২৩ ইং, তরা বৈশাখ, ১৪৩০ বাং

সুনামি

প্রথম পাতার পর

পারেন।গাছকাটাকে নিষিদ্ধ করা যায়।

৭)ধরন,দুপুর বারটা। আপনি বিবেকানন্দ ময়দানের চৌমুহনীর ট্রাফিক পয়েন্টে এসে গাড়ি,রিকশা, অটো বা টমটম নিয়ে দাড়ালেন। আওনের সুনামি যেনো! একই অনুভূতি হবে সাজ্জম,মনুংবুফুল, শান্তিরবাজার,বঙ্গনগর, রমেশ চৌমুহনী,খোয়াই বাজার, তেলিয়ামুড়া থানা বা অম্পি চৌমুহনী,গন্ডাছড়া হাসপাতাল চৌমুহনীতেও বন ও পূর্তদপ্তর যদি চরা,রাস্তার ঠিক মধ্যখানে একটি তিনবছরের পুরোনো রাধাচূড়া বা কৃষ্ণচূড়া গাছ রাতারানি রোপণ করতে পারে দুইবছরের মধ্যেই সকলের ছায়াসব্বী হবে এই গাছ। ১২ শতাংশ ডিএ”র চাইতে অনেক আর্থিক সাশ্রয়ও। সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ হাতে নাতে।

সরকার চাইলে কি না হয়?

৮) ত্রিপুরার প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র,অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র,বিদ্যালয়, ক্লাব, ধর্মপ্রতিষ্ঠান,বাজার কর্তৃপক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সফলভাবে ক্রততার সাথে শুরু করতে পারেন।

বৈশী সময় নেই আমাদের হাতে।

৯) এই অস্বাভাবিক গরমকে আগে থেকেই স্থানীয়ভাবে চেকাতে গেলে বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষলালন ও প্রাকৃতিক জলসংরক্ষণ ছাড়া কোন উপায় নেই বন,কৃষি, পূর্ত, আরক্ষ্য দপ্তরকে সাথে নিয়ে এ-ব্যাপারে ত্রিপুরা সমাজের এগিয়ে আসি এখন হোক সবেচি অগ্রাধিকার। ভুলে যাবেন না দয়া করে,উষ্মপুরের মাতাবাড়ি”র উপর দিয়েই গেছে পৃথিবীর করুটি ক্রান্তি রেখা বা লাইন অফ ক্যাপার। বিপের উষ্ণতম অঞ্চল হতে বাঁধা কোথায়?

১০) একটি ভেবে দেখুন,গরম আরো বাড়ছে,জল আরো কমে যাচ্ছে। আমরা কোথায় যাবো? আমাদের বনের প্রানীরা কোথায় যাবে? কিছুদিন আগে ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তদ্বাবধানে স্বেচ্ছায় রক্তদান একটি জোয়ার আসতে দেখেছি। একান্ত প্রার্থনা রইলো, তিনি,সপারিয়দ এই ব্যাপারটিও যাতে একটি দেখছেন রাজর্জনেটিক সদিচ্ছা ছাড়া। এটি সার্বিকভাবে অসম্ভব।

গরমে পুড়েছে ত্রিপুরা। এখনই সময় ঘুরে দাঁড়াবার। সুধী সমাজ,একটু দেখুন। ছোট ত্রিপুরা, সবুজ ত্রিপুরা।

তুঙ্গে বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

ভাড়া হল কেন? মণিপূরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং-এর দাবি, সবকটি গির্জাই অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। পাঠী (নেঙঝাও) ইউপি জানান, ”২০২০ সালের ২৪ ডিসেম্বর এই ৩টি গির্জা উচ্ছেদের নোটিশ এই। সরকারের নোটিশের বিরুদ্ধে আদালতে যায় গির্জা ফোরাম। ফোরামের অবৈদন মেনে তিন বছর এই নোটিশের উপর স্থগিতাদেশ দেত আদালত। সেই সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরই ফের আদালতের থেকে অনুমতি দেয় রাজা সরকার। এরপর গত ৪ এপ্রিল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এম মুরালিধরনের নেতৃত্বে ডিভিশন বেন্ঞ্চ গির্জা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের উপরই হেড়ে দেয়। আদালত জানায়, গির্জার নথির পরিমাণ, নির্মাণের নীতি ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মতে গির্জা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের উপরেই হেড়ে দেয়। গির্জা ফোরাম জানায়, গির্জাগুলি খুঁবিই পুরনো। একদি গির্জা ৪৯ বছরের পুরনো। গির্জার নিথপ্র বরণয়েছ তাদের হাতেই। সরকারি জমি বেদখল হতে ওগুলো নির্মাণ করা হয়নি। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং দাবি করেন, ”ভেঙে যাওয়া গির্জাগুলি বেআইনি ভাবে গড়ে উঠেছে। তাই আইনমতে ওগুলি ভাঙা হয়েছে।”

মামলা দায়ের

প্রথম পাতার পর

দায়ের করা হয়। তদন্ত করে এই দুই পুলিশ অফিসারের কঠোর শাস্তির দাবি জানান মৃতেরের স্ত্রী। তিনি আদালত জানান গত ১৩ এপ্রিল একটি অভিযোগের উপর ভিত্তি করে স্বামী প্রবীর লোধকে পূর্ব মহিলা থানায় ডাকা হয়। স্বামী স্ত্রী ও তাদের আইনজীবী সঙ্গে গেলে স্ত্রী ও আইনজীবীকে বেরিয়ে যেতে বলেন পুলিশ আধিকারিক মৌসুমী দেববর্ম। বিষয়টি জানার চেষ্টা করলে মৌসুমী দেববর্ম অকথ্য ভাষায় তাদের গালিগালাজ করে। একই সঙ্গে করা হয় পূর্ববহার। পরে স্বামী প্রবীর লোধকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ ও মানসিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ স্ত্রীর। যার জেরে অভিমানে আত্মঘাতী হয়ে স্বামী। এবার সৃষ্টি বিচারের দাবিতে থানার দরস্থ হয় মৃতেরের স্ত্রী।

নিয়োগের পরীক্ষা!

প্রথম পাতার পর

বাহিনীর মধ্যে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো-তিব্বিট্যান বর্ডার পুলিশ, সশস্ত্র সীমা বল এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড রয়েছে। অর্থাৎ এই সমস্ত বাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষাতেই বাংলা সহ ১৩টি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিআরপিএফের সব পদের ক্ষেত্রেই যাতে ভারতের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে যুবকরা আর্মড ফোর্সে যোগ দিতে পারেন, সেই সুযোগই করে দেওয়া হল কেন্দ্রের তরফে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্তালিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেখানে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় তামিল ভাষাকে যোগ করার আবেদন করেছিলেন যাতে প্রত্যন্ত এলাকার ছেলেমেয়েরাও আধাসেনায় যোগ দিতে পারেন।

মৌদী পদবী

প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসের সরকার গঠন হলে সরকার বেকার ভাতা দেবে। প্রসঙ্গত কনর্টিক বিধানসভা নির্বাচন হতে যাচ্ছে ১০ মে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিল হল ২০ এপ্রিল। বিধানসভার ২২৪ টি আসনে একইসঙ্গে নির্বাচন হবে। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হবে ১৩ মে। কনর্টিক বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৪ মে। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ১০৪ টি আসন দখল করে বিধানসভায় সব থেকে বড় রাজনৈতিক দলের মর্যাদা পায়। অন্যদিকে কংগ্রেস ৮০ টি এবং জেডিএস ৩৭ টি আসন পায়। এইচডি কুমারস্বামী কংগ্রেসের সমর্থনে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। সেই সরকারের পতন হলে বিএস ইয়েঙ্গুরিয়াগ্না মুখ্যমন্ত্রী হন। পরে তাঁকে সরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী করা হয় বাসুজরাজ বোম্বাইকে।

অগ্নিকাণ্ডে আহত ২৮

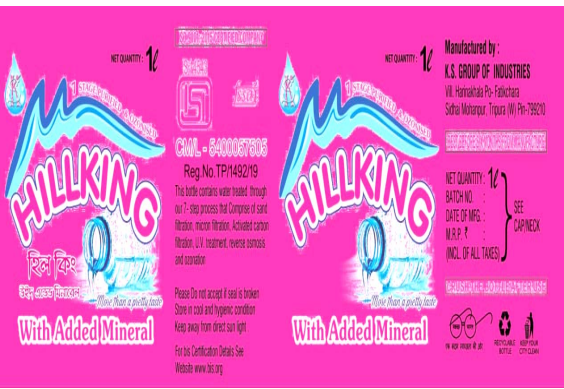
প্রথম পাতার পর

বঙ্গবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই নিউ সুপার মার্কেটে এ আগুনের ঘটনা ঘটে। আগুনের খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যায় ব্যবসায়ীরা। তারা মালামাল ও ক্যাসবাক্সে থাকা নগদ টাকা সরিয়ে নিতে আপ্রান চেষ্টা করে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মার্কেট থেকে ক্রেতাদীদের মালামাল সরিয়ে নিতে সহযোগিতা করে আইস-শুখলা বাহিনীর সদস্যরাও। সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আহাজারীত পরিবেশ ভারি হয়ে উঠে।

ব্যবসায়ীরা জানান, শনিবার ভোর পৌনে ডুয়ায় ওই বিপণি বিতানে লোпа আগুন ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন তালিকাপত্রের দোকানো। সেসময় চারিদিক ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় পুরো মার্কেটসহ আশপাশের এলাকা।

আগুন নিয়ন্ত্রণে যোগ দেয় সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর অগ্নি নির্বাপনী সাহায্যকারী দল।

পরিস্থিতি সামাল দিতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যদেরও কাজ করতে দেখা যায়। ব্যবসায়ীরা জানান, নিউ সুপার মার্কেটে পোশাকের দোকানের সংখ্যাই বেশি। ঈদের আগে সেগুলোতে বিপুল পরিমান নতুন রেডিমেড পোশাক ও বিভিন্ন ধরনের কাপড় তোলা হয়েছিল। আগুনে সেগুলোর সবই পুড়ে গেছে। এখন তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পরেছে। তবে, আগুন লাগার কারন ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমান জানা যায়নি। এদিকে রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেটে ব্যবসার আগুন লাগার কারণ খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ বিষয়ে তিনি সতর্ক থাকার পাশাপাশি মার্কেটগুলোতে নজরদারী বাড়ানোর জন্যও ব্যবসায়ীদের তাগিদ দেন।



CMYK

+

বাগড়া

৮ এর পাতার পর

ঘরে যাইতে চাইছিল কিন্তু রাগের কারণে এক সময় অনন্ত স্ত্রীকে ঘরে আসতে দেয়নি এমনকি রাগের বশীভূত হয়ে অনন্ত তার স্ত্রীকে হুমকি প্রদর্শন করে যদি স্ত্রী ঘরে আসে তাহলে তাকে কেটে ফেলা হবে এবং মারধরও করা হবে সেই ভয়ে স্ত্রী শাশুড়ির ঘরে রাত্রিবেলা ঘুমোতে যায়। যদিও অনন্তের ছোট ভাই রাত্র ১১ টা নাগদ লক্ষ্য করে অনন্ত ঘরে ঘুমিয়ে রয়েছে। পরবর্তীতে কোন এক সময় পরিবারের সকলের অজ্ঞাতে গভীর রাতে সকালের বিবাদ কে কেন্দ্র করে নিজের ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যার করে। মৃত অনন্তের দুটি সন্তান রয়েছে। একটি ছেলে একটি মেয়ে ছেলটির বয়স ৮ বছর এবং মেয়ের বয়স পাঁচ বছর। জানা গেছে মৃত অনন্ত স্বর্ণের কারিগর ছিলেন নিজ বাড়িতে জিনিসপত্র বানিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ি বাজারে ব্যবসা করতো। এই আত্মহত্যার ঘটনায় গোটা লাল ছড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নানা উপহার

৮ এর পাতার পর

গয়নার মজুরীতে ১শশতাংশ ছাড়। রয়েছে এমএমটিসি খাঁটি রূপো ও সোনার কসনে। হীরের গয়নার বিশেষ প্রদর্শনী। পুরোনো সোনার বদলে নতুন গয়না নেওয়া সুযোগ। স্বর্ণ সঞ্চয় স্বীক্মে (মাসে মাসে টাকা জমিয়ে গয়না কেনার সুযোগ)। সহজ কিস্তিতে গয়না কেনার সুযোগ ৯২৫ স্ট্রিয়ারিং হলকারূপোর গয়নার সস্তার। সব মিলিয়ে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারী রাস্তা প্রবেশীয় গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন উপহার অফারের চমক সাজিয়ে রেখেছে। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারীর কর্পরার শ্রী নারায়ন দেবনাথ জানান এবছর অক্ষয় তৃতীয়ায় আমাদের সকল প্রিয় গ্রাহকদের কথা চিন্তা করে আমরা একদম কম ওজনের অভিনব নতিনতুন হাল্কা ওজনের প্রচুর সস্তার রেখেছি তৎসমতে বিভিন্ন আকর্ষণীয় অফার এবং সকল রাজ্যবাসীকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারী পক্ষ থেকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অক্ষয় তৃতীয়ার সার আমন্ত্রণ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অফারটি রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারীর সবগুলি শাখায় ১৭ই এপ্রিল থেকে ২৭শে এপ্রিল২০২৩ পর্যন্ত চলবে। আমাদের শাখাগুলি আগরতলা (সূর্য চৌমুহনী) উষাবাজার (এয়ারপোর্ট রোড) ধননগর (বাবুবাজার থানা রোড) এবং বিলোনীর (পুরাতন টাউনহল রোড, থানা সলন্গ) আমাদের এখানে সমস্ত ডেউটি এবং ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ যোগ্য। অফারের দিনগুলিতে প্রতিদিন খোলা থাকবে শো রুম।

১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নরেন্দ্র মোদিকে আমি ১০০০ কোটি টাকা দিয়েছি!”, চাঞ্চল্যকর দাবি কেজরিওয়ালের

সংবাদ সংস্থা : বিস্ফোরক দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বিজেপি নির্দেশ দিলে আজ তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। সিবিআই দফতরে যাওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমের সামনে এমনই মন্তব্য করলেন কেজরিওয়াল। দিল্লি আবগারি মামলায় তাঁকে এদিন হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মী ও স্থানীয় এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। অল্পেতে রক্ষা পায় পার্শ্ববর্তী বাড়িঘর গুলি।

সম্পন্ন করার দাবি জানানলেন জে আর সি বি টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা সরকারি বিভিন্ন প্তরের গ্রুপ- সি, গ্রুপ- ডি পদে লোক নিয়োগের জন্য ২০২১ সালের আগস্ট মাসে পরীক্ষা নেওয়া হয়। লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী এতে অংশ নিয়েছিল। অভিযোগ, পরীক্ষা নেওয়ার পর খল প্রকাশ নিয়ে বহু তালবাহানা হয়। আদালতে মামলাও হয়। অবশেষে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ফল প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ। এর পরেই শুরু হয়েছে উর্ধ্বগতির ইন্টারভিউ। কিন্তু বিধানসভায় নির্বাচন দোরগোড়ায় এই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়।ইতিমধ্যে নির্বাচনে শেষে ফল প্রকাশ হয়ে গেছে দেড় মাস। অভিযোগ, এখনও নতুন করে প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এই অবস্থায় প্রক্রিয়া শুরু করে নিয়োগ শেষ করার দাবিতে ফের আন্দোলনে নামলেন জে আর বি টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের একগুচ্ছ। রবিবার তারা আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশ নেয়।

উদ্যোগ

৮ এর পাতার পর

হাউসের বৈঠকে মন্ত্রী টিকু রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজা শিল্প দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সুভাষ দাস, উনকোটী জেলা পরিসদের সহকারী সভাপতিপতি শ্যামল দাস, উনকোটী জেলার অতিবিস্তৃত জেলাশাসক সৃশান্ত সরকার, জেলার ডেপুটি মার্জিস্ট্রেট সুরজ দেববর্মা, মতি দেববর্মী সহ আরও অন্যান্য আধিকারিকরা। সার্কিট হাউসের বৈঠকটি প্রায় দুই ঘন্টা সময় ধরে চলো। বৈঠক শেষে মন্ত্রী টিংকু রায় জানান যে, মূলত রাজ্যের বাঁশ নিয়ে বিভিন্ন কলকারখানা তৈরি করা হবে। এই কলকারখানার জন্য মোট ৬৫একর জায়গার প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই বিবিত করেছ বছর পূর্বে রাজা সরকারের পক্ষ থেকে পরিচালিত সোনা মুখি চা বাগানে সম্পূর্ণ জায়গাক খাস খোষণা করে শিল্প দপ্তরের হাতে তোলে দেয়। সোনামুখি চা বাগানে শিল্প দপ্তরের মোট আড়াইশেকো একর জায়গা রয়েছে। এই আড়াইশেকো একর জায়গার মধ্যে ৬৫একর জায়গায় গড়ে তোলা হবে বৈশ্যো প্রজেক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল খুব শীঘ্রই প্রশাসনিক কাজ শেষ করে বাগানের মাটি কাটা শুরু করে বৈশ্যো প্রজেক্ট ইন্ডাস্ট্রিজের ঘর নির্মানের কাজ শুরু করা হবে।

জানা যাচ্ছে, চিন সীমান্তের আশেপাশে অরুণাচলের গ্রামগুলিতে হোমস্টে, ট্রেকিংয়ের ক্যাম্প, ক্যাম্পিংয়ের জায়গা, আড্ডাডেক্সপ্ল স্পোর্টস, ধর্মীয় যাত্রার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পূর্ব অরুণাচল প্রদেশে ভারত-চীনের সীমান্তের প্রথম গ্রাম কাহো, কিবিতু থাং মাইয়ে হোমস্টে, ক্যাম্পিংয়ের জায়গা, জিপ-লাইন এবং ট্রেকিং রুট তৈরি করা হয়েছে। অঙ্গা জেলার যে জায়গাগুলিতে মিশমি এবং মেয়ের উপজাতির মানুষরা বাস করতেন, সেগুলিকেও পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। অরুণাচলের যে সমস্ত জায়গায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়েছিল, সেগুলিকেও পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে রাজা সরকার। সেইসঙ্গে অরুণাচলের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় যাতে সহজেই পৌঁছানো যায়, সেজন্য ওয়ালগেড হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য বাণিজ্যিক হেলিপ্যাড তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার ফলে আসমের ডিক্রগড় থেকে সহজেই পর্যটকরা অরুণাচলের প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে যেতে পারবেন। যে রাজ্যের ১,১২৯ কিলোমিটার অংশে ভারত-চীনের আন্তর্জাতিক সীমান্ত আছে।

অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পোমা খান্ডু বলেছেন, ”রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং, গাড়ি ও বাইকের র্যালি-সহ অন্যান্য আড্ডাডেক্সপ্ল স্পোর্টসের জন্য আমরা অনেক যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। অবিশ্বাস্য পাহাড় থেকে নৈসর্গ উপভাৱা অনেক কিছু আবিষ্কারের সুযোগ আজ মানুষের কাছে। সীমান্ত লাগেয়া প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে জোরকমে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। সড়কপথে যোগাযোগের জালও কাজ চলছে। ট্রেকিংয়ের রুট এখন মূলে দেওয়া হয়েছে। ওই গ্রামগুলিতে যে কাজ চলছে, তা নজরদারি চালাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়।”

হল না, তখন বলা হল বেআইনি টাকা নাকি গোয়া়া বিধানসভা নির্বাচনে খরচ করা হয়েছে। কী প্রমাণ রয়েছে ওদের কাছে? আমাদের সমস্ত টাকা চেকের মাধ্যমে পেগমেন্ট করা হয়। এক পয়সা খুঁজে বের করে দেখাক।” এদিন কেজরিওয়াল আরও বলেন সংযোজন, ”আমি যদি আজ কোনওরকম প্রমাণ ছাড়াই দাবি করি, আমি প্রধানমন্ত্রীকে এখ হাজার কোটি টাকা দিয়েছি। ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টার সময় নরেন্দ্র মোদিকে এই টাকা আমি দিয়েছি। তবে কি তাকেও গ্রেফতার করা হবে?” এর পাশাপাশি কেজরিওয়াল আরও বলেন, ”আদালতে মিথ্যা তথ্য প্রকাশ্য পেশ করার অভিযোগ আমরা সিবিআই এবং ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে মামলা দায়ের করব।” ১৬ এপ্রিল তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে সিবিআই দফতরে। এই মামলায় আগেই কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে গ্রেফতার হন দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। তিনি আপাতত কারে বলেন, ”এতদিন ধরে তদন্ত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বেআইনি এক পয়সাও খুঁজে বের করতে পারেনি। যখন এক টাকাও উদ্ধার

মোক্ষম জবাব! অরুণাচল সীমান্তের গ্রামগুলিতে টুরিস্ট হাব বানাবে ভারত, জুলে পুড়ে মরবে চিন

সংবাদ সংস্থা : কোনও সামরিক ”অ্যাকশন” নয়, বরং পর্যটন অল্ড্রেই চিনকে হারাতে চাইছে ভারত। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে চিন যে ”মডেল গ্রাম” গড়ে তুলেছে, সেটার পালাটা হিসেবে সামরিক ও অসামরিক উদ্যোগে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অরুণাচল প্রশংসের একাধিক গ্রামে উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।এই বিষয়ে আধিকারিকরা জানান, সেই পদক্ষেপের মাধ্যমে যেমন স্থানীয় গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা, কর্মসংস্থান বাড়বে, কাজের জন্য দেশের অন্য প্রান্তে যাওয়ার প্রবণতা কমবে, তেমনই সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতের হাত আরও মজবুত করবে। যে অরুণাচল সীমান্ত নিয়ে চীনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত চলছে ভারতের। জানা যাচ্ছে, চিন সীমান্তের আশেপাশে অরুণাচলের গ্রামগুলিতে হোমস্টে, ট্রেকিংয়ের ক্যাম্প, ক্যাম্পিংয়ের জায়গা, আড্ডাডেক্সপ্ল স্পোর্টস, ধর্মীয় যাত্রার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। পূর্ব অরুণাচল প্রদেশে ভারত-চীনের সীমান্তের প্রথম গ্রাম কাহো, কিবিতু থাং মাইয়ে হোমস্টে, ক্যাম্পিংয়ের জায়গা, জিপ-লাইন এবং ট্রেকিং রুট তৈরি করা হয়েছে। অঙ্গা জেলার যে জায়গাগুলিতে মিশমি এবং মেয়ের উপজাতির মানুষরা বাস করতেন, সেগুলিকেও পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। অরুণাচলের যে সমস্ত জায়গায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়েছিল, সেগুলিকেও পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে রাজা সরকার। সেইসঙ্গে অরুণাচলের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় যাতে সহজেই পৌঁছানো যায়, সেজন্য ওয়ালগেড হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য বাণিজ্যিক হেলিপ্যাড তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার ফলে আসমের ডিক্রগড় থেকে সহজেই পর্যটকরা অরুণাচলের প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে যেতে পারবেন। যে রাজ্যের ১,১২৯ কিলোমিটার অংশে ভারত-চীনের আন্তর্জাতিক সীমান্ত আছে।

অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পোমা খান্ডু বলেছেন, ”রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং, গাড়ি ও বাইকের র্যালি-সহ অন্যান্য আড্ডাডেক্সপ্ল স্পোর্টসের জন্য আমরা অনেক যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। অবিশ্বাস্য পাহাড় থেকে নৈসর্গ উপভাৱা অনেক কিছু আবিষ্কারের সুযোগ আজ মানুষের কাছে। সীমান্ত লাগেয়া প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে জোরকমে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। সড়কপথে যোগাযোগের জালও কাজ চলছে। ট্রেকিংয়ের রুট এখন মূলে দেওয়া হয়েছে। ওই গ্রামগুলিতে যে কাজ চলছে, তা নজরদারি চালাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়।”

আজকের রাশিফল

১, মেঘ রাশিফল

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্থিত্রি বয়ে আনতে পারে। বিবেচকের মত বিনিয়োগ করুন। পরিবারের সদস্যরা আপনার জীবনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করবে। আপনার প্রেম জীবন শরৎকালের একটি গাছের পাতার মত হবে। কাজের জায়গায় মানুষদের সাথে লেনদেন করার সময় সতর্কতা জ্ঞান এবং ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। আজকে সময়ের সোন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আপনি নিজের জন্য সময় বার করতে পারেন কিন্তু হটাৎই অফিসের কোনো কাজ চলে আসায় আপনি নিজেকে সময় দিতে সফল হবেন না। আপনার স্ত্রী কোনকিছুর একটি সমস্যা তৈরী করতে পারেন তিনি প্রতিবেশীদের কাছে যা শুনেছিলেন।

প্রতিকার :- ভালো স্বাস্থ্য লাভ করার জন্য সাদা সুগন্ধি মিষ্টি দরিদ্রদশিণ্ড, মূলত কন্যা দেৱ দান করুন।

২, বুধ রাশিফল

আপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। এই রাশিচক্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীদের আজকের অর্থটি খুব চিন্তা করেই বিনিয়োগ করতে হবে। আপনার জীবন সঙ্গীর অবহেলা সম্পর্কটিকে নষ্ট করতে পারে। আপনার খুশির সোনালী দিনগুলি ফিরে পেতে আপনার মূল্যবান সময় কাটান এবং মিষ্টি স্মৃতিগুলিকে আবার বাঁচিয়ে তুলুন। প্রেমে অপ্রত্যাশিত মোড়। বিনোদন এবং আমোদপ্রমোদের জন্য ভালো দিন কিন্তু যদি আপনি কর্মরত হন তাহলে ব্যবসায়িক কারবারগুলিকেও আপনাকে মন দিয়ে দেখতে হবে। সেই জিনিস গুলোর পুনরাবৃত্তি করা যার এখন আপনার জীবনে কোনো মূল্যই নেই,সেটা আপনার জন্য ঠিক হবে না। এইরকম করলে আপনি আপনার সময়ই নষ্ট করবেন আর কিছু না। আজ, আপনি আবার আপনার স্ত্রীর প্রেমে পড়বেন। প্রতিকার :- দাম্পত্য সুখ প্রাপ্তির জন্য খাবারে জাফরানের প্রয়োগ করুন।

৩, মিথুন রাশিফল

আজ আপনার নিজের জন্য যােথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন। যারা অচেনা ব্যক্তির পরামর্শে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তারা আজ খুব সুবিধা পাবেন। ঘরে কোন পরিবর্তন করার আগে আপনার থেকে বড়দের পরামর্শ নিন অন্যথায় এটি তাদের রাগ এবং অস্থিতি ডেকে আনতে পারে। ভালোবাসায় হঠকরা পদক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। আজকে করা বিনিয়োগ লাভজনক হবে কিন্তু সঙ্গীদের কাছ থেকে সম্ভবত আপনি কিছু বাধা পাবেন। আজ আপনি একজন তারকার মতো আচরণ করুন- কিন্তু শুধুমাত্র প্রশংসনীয় কাজগুলিই করুন। আপনার সঙ্গিনীর অলসতা আজ আপনার অনেক কাজে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। প্রতিকার :- পরিবারের মধ্যে বন্ধন কে দৃঢ় করতে সদস্যদের যোগ এবং ধ্যান করার জন্য অনুপ্রাণিত করুন।

৪, কর্কট রাশিফল

বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার সমস্যাগুলি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে আপনি হালকা মাথাব্যথা অনুভব করেন। তবে, আপনার অহং আপনাকে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ভাগ করতে দেয় না, যা সঠিক নয়। এটি করলে ঝামেলা বাড়বে কেবল। আপনার একজন যত্নশীল এবং সমবেদনাশীল বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে। বিদেশী বাণিজ্যের সাথে যুক্ত যারা আজ প্রত্যাশিত ফলাফল পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটির সাহায্যে এই রাশিচক্রের কর্মরত নেটিভরা আজ কর্মক্ষেত্রে তাদের মেধার পুরো ব্যবহার করতে পারে। যখন আপনার মনে হয় যে আপনার কাছে ঘরের লোকদের জন্য বা বন্ধুদের জন্য সময় নেই তখন আপনার মন খারাপ হয়ে যায়। আজকেও আপনার মনের পরিস্থিতি এমনি থাকতে পারে। আজ, আপনি আবার আপনার স্ত্রীর প্রেমে পড়বেন। প্রতিকার :- তামার পাত্রে বা (সম্ভব হলে) সোনার পাত্রে জল রেখে সেটিকে পান করুন আনন্দময় এবং শান্তিপূর্ণ সংসার জীবন লাভ করতে।

৫, সিংহ রাশিফল

অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন। আপনার তাদের খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, অন্যথায় আপনি আসন্ন সময়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। অন্যদের ব্যাপারে আপনায় জড়িত থাকা আজ এড়ানো উচিত। আপনাকে আর আপনার প্রেমমূলক কল্পনাকে স্বপ্ন দেখার প্রয়োজন নেই; সেগুলি আজ সত্য হতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়ছে এবং অগ্রগতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোন আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব বা বয়স্ক কেউ আপনার পথপ্রদর্শন করবে। যখন আপনার সঙ্গী সতিই অসাধারণ হয় তখন জীবন সতিই সম্মোহিত হয়ে যায় এবং আপনি আজ তা অনুভব করবেন। প্রতিকার :- পারিবারিক সুখ বাড়াতে মদ খাবেন না। কারন সূর্য্য সাত্ত্বিক গ্রহ এবং তামসিক বস্তুর প্রতি বিরূপ হন।

৬, কন্যা রাশিফল

আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। যারা অচেনা ব্যক্তির পরামর্শে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তারা আজ খুব সুবিধা পাবেন। যদি এমন কোন জায়গায় আপনি আমন্ত্রিত হন যেখানে আপনি যাননি-তাহলে সুন্দরভাবে সেই নিমন্ত্রণটি গ্রহণ করুন। আপনি কিছু পিকনিক স্পটে গিয়ে আপনার প্রেম জীবন আলোকিত করতে পারেন। আপনি ঘটনাক্রমে কাজের পরিবর্তন থেকে উপকৃত হবেন। আজকেও আপনার মনের সব সম্পর্ক ও আত্মীয়দের থেকে দূরে গিয়ে এখন জায়গায় সত্যিভাবে পছন্দ করবেন যেখানে আপনি শান্তি প্রাপ্তি করেন। আজ, আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ সন্ধ্যা কাটাবেন। প্রতিকার :- সন্ধ্যাী দেৱ সাদা ও কালো বস্ত্র দান করলে তা পানার স্বাস্থ্যের ও শরীরের জন্য ভালো হবে।

৭, তুলা রাশিফল

যদি আপনি স্পষ্টভিত্রি চাপ অনুভব করেন—তাহলে আরো বেশি সময় বাচ্চাদের সাথে কাটান। তাদের উষ্ণ আলিঙ্গন/আদর বা একটি নিম্পাপ হাসিও আপনাকে আপনার দুর্দশা থেকে তুলতে পারে। আপনি দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বিনিয়োগ করলে উল্লেখযোগ্য লাভ পাবেন। বন্ধবান্ধবদের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সাথেও একটি সন্ধ্যা সাজান। আপনি যদি আপনার প্রেমিকাকে নির্দেশ দেন তাহলে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হবে। উদ্ভটন স্তরে কাজ করা ব্যক্তিরের থেকে কিছু বিরোধের উদ্ভাব ঘটলেও-আপনার মাথা ঠাণ্ডা করে চলাই জরুরী। আপনি দিনাধিক সবচেয়ে ভাল করতে আপনার লুকানো গোপালী ব্যবহার করবেন। আপনার স্ত্রী আপনার সাথে লড়াই করতে পারেন, কারণ আজ আপনি তার সাথে কিছু শেয়ার করতে ভুলে যেতে পারেন। প্রতিকার :- অন্ধ ব্যক্তিদের সেবা করলে ও অন্যথালয়ে মিশ্রান্ন বিতরণ করলে আপনি কর্ম জীবনে ও ব্যবসায়ে উন্নতি করবেন।

৮, বৃশ্চিক রাশিফল

আপনার ব্যক্তিহু আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। যদিও আজ আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকবে তবে আপনাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা বা অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় না করার বিষয়টি মনে রাখতে হবে। নিজের পরিবারের সদস্যের প্রয়োজন আজ আপনার কাছে অগ্রাধিকারে থাকা উচিত। একটি বিশেষ দিনে পরিণত করতে সামান্য উদারতা এবং ভালোবাসা প্রদান করুন। আজকের দিনে আপনার অর্জিত অতিরিক্ত জ্ঞান সমকক্ষদের সাথে বোঝাপড়া করার সময় আপনাকে এক তীব্রতা প্রদান করবে। সময়ের সাথে চলা আপনার ভাল ভালো কিন্তু তার সাথে আপনার এটাও বোঝা দরকার যে ফাঁকা সময় টা আপনাজনেরের সাথে কাটান। আপনাকে সবচেয়ে সুখী করার জন্য আপনার জীবন সঙ্গী আজ অনেক অনেক প্রচেষ্টা করবেন। প্রতিকার :- পারিবারিক সুখ লাভ করার জন্য চৌকো রূপোর গলায় পড়ুন বা আপনার সাথে সবসময় রেখে দিন।

৯, ধনু রাশিফল

অপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। যারা আত্মীয়ের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন তাদের আজ যে কেনও শর্তে সেই পরিমাণ ফেরত দিতে হতে পারে। পিতামাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং তাঁরা আপনার উপর ভালোবাসা বর্ধণ করবেন। আপনাদের ভাগ করে নেওয়া ভালো মুহূর্তগুলি মনে করিয়ে দিয়ে আপনাদের বন্ধুত্বকে সতেজ করে তোলার সময়। আপনার অনেক কিছু অর্জন করার ক্ষমতা আছে- তাই সুযোগের সঙ্গে এগিয়ে চলুন জা আপনার দিকে আসছে। কর্মক্ষেত্রে কিছু কাজ খারাপ হওয়ার কারণে আজকে আপনি বিরক্ত থাকতে পারেন আর এটার ব্যাপারে ভেবে আপনি নিজের মূল্যবান সময় খারাপ করতে পারেন। অল্প কষ্ট জি জানেন যে আপনার স্ত্রী সতিই আপনার জন্য দেবদুঃ। আমাদের বিশ্বাস করবেন না? আজ পরীক্ষেক্ষ করুন এবং অনুভব করুন। প্রতিকার :- হোলো ও গুড়ের প্রসাদ বিতরণ করলে ভালো স্বাস্থ্য হবে।

১০, মকর রাশিফ



সংবাদের ককটোলে



বেলতলায় গৃহস্থের বাড়ির গেটে উদ্ধার ত্রিপুরার জনৈক বাসিন্দার ঝুলন্ত দেহ

গুয়াহাটি, ১৬ এপ্রিল (হিস.) : গুয়াহাটি মহানগরে গত ১২ ঘণ্টায় দু-দুটি খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দুটি ঘটনার তদন্তে নেমে সিটি পুলিশের কালোখাম চুটছে। এর মধ্যে বেলতলা এলাকার সৌরভনগরে জনৈক গৃহস্থের ২৫ নম্বর বাড়ির গেটে একটি ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের মাত্রা দ্বিগুণ হয়েছে। ঝুলন্ত মৃতদেহটি ত্রিপুরার বাসিন্দা জনৈক সুবল দেববর্মার বলে প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের ধারণা, সুবল দেববর্মাকে খুন করে ওই বাড়ির গেটে ঝুলিয়ে রেখেছে খুনিরা। আজ রবিবার ভোরে সৌরভনগরের কতিপয় বাসিন্দা বাড়ির গেটে একটি প্রাণহীন ব্যক্তির লাশ ঝুলছে দেখে আতকে ওঠেন। তাঁরা বাড়ির কর্তা কেশব কলিতাকে ডেকে ঘটনাটি জানিয়ে খবর দেন বশিষ্ঠ থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুবল দেববর্মার মৃতদেহ গেটে



হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। এদিকে বশিষ্ঠ এলাকার এসিপির নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। বেশ

কয়েকটি প্রশ্নের তালিকা তৈরি করে পুলিশের দল তদন্ত চালিয়েছে। এসিপি জানান, সুবল দেববর্মাকে খুন করা হয়েছে, নাকি তিনি আত্মহত্যা করেছেন, এ সব

সহায়তা করতে পারে এমন কোনও তথ্য দিতে জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন এসিপি। তিনি আশা ব্যক্ত করে জানান, ঘটনার পেছনে রহস্য শীঘ্রই ভেদ করতে পারবেন তাঁরা। সুবল দেববর্মার যদি খুনও হয়ে থাকেন, তা-হলে খুনিকে শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে।

এদিকে নিহত দেববর্মার বাড়িতে ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে গতকাল পয়লা বৈশাখের দিন মালিগাঁওয়ে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের কাছে বিহুতলিতে পৃথক দুই প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা ঘটেছে। জনৈক রোহিত কুমার গামি নামের তালুকদারকে ছুরিকাঘাত করেছিল দুর্বৃত্তা। ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয়েছে রোহিত কুমার গামি নামের যুবকটির। অন্যদিকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত সীমান্ত তালুকদার নামের আরেক যুবক গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পশ্চিমবঙ্গের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হিস.) : সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, আগামী চারদিন কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আগামী ৬ দিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করবে সরকার। বিগত দুই সপ্তাহ ধরে তীব্র দাবদাহে পড়ছে বাংলা। তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে। এদিকে উত্তরবঙ্গে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি না হলেও সেখানে অনেক গরম। স্বাভাবিকের ওপরে তাপমাত্রা রয়েছে সেখানেও। বৃষ্টি হচ্ছে না উত্তরবঙ্গের কোথাও। এই আবহে

গ্রীষ্মকালীন ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে গোটা রাজ্যে। এদিকে সাধারণত ২৪ মে থেকে রাজ্যের স্কুলগুলিতে শুরু হয় গ্রীষ্মকালীন ছুটি। তবে এবছর এই ছুটি পূর্বে প্রায় তিন সপ্তাহ আগে ২ মে থেকেই। এদিকে, গ্রীষ্মকালীন ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলিকে সিদ্ধান্ত নিতে বলে শিক্ষা দফতর। এই আবহে গরমের ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে আইসিএসই বোর্ড। তবে আইসিএসই বোর্ডের স্কুলগুলিতে কবে থেকে ছুটি পড়বে তা এখনও জানা যায়নি।

অপরদিকে সরকারি স্কুলের ছুটিও কবে পর্যন্ত চলবে, তা জানানো হয়নি। প্রাথমিকভাবে স্কুলের যে ছুটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে ২৪ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত গরমের ছুটি থাকবে বলে জানানো হয়েছিল। তবে

স্কুলশিক্ষা দফতর নতুন যে নির্দেশিকা জারি করেছে, তাতে এটা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়নি যে কতদিন গরমের ছুটি চলবে। এরই মধ্যে তীব্র গরমের জন্য আগামী এক সপ্তাহ রাজ্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই ছুটি দেওয়ায় আরজি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে আলিপুর হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আগামীকাল ১৭ এপ্রিল কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে। ১৮ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাক্ষরা করবে এবং সর্বনিম্ন প্রকাশ্যে তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাক্ষরা করবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

এক মাস বিঘ্নিত হবে হাওড়া-বর্ধমান লাইনের ট্রেন, প্রভাব দূরপাল্লার ট্রেনেও

হাওড়া, ১৬ এপ্রিল (হিস.) : ট্রান্সিক ও পাওয়ার ব্লকের কারণে হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেল শক্তিগুণ্ডা শাখায় বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। কিছু ট্রেনের যাত্রাপথও বদল করা হচ্ছে রেল লাইনে কাজের জন্য। প্রায় এক মাস ধরে (১৭ এপ্রিল থেকে ১৯ মে) পর্যন্ত এই সমস্যা চলবে বলে জানানো হয়েছে। এর ফলে যাত্রীদের আবারও সমস্যার মধ্যে পড়তে হতে পারে বলে মনে করছেন নিত্যযাত্রীদের একাংশ।

১৭ এপ্রিল বর্ধমান থেকে ০৩০৫২ নম্বর ট্রেনটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি, ২৯ এপ্রিল, ৪ মে, ৬ মে, ৮ মে, ১১ মে, ১৩ মে, ১৪ মে, ১৬ মে, এবং ১৮ মে আগ

এবং ১৮ মে বর্ধমান থেকে ০৩০৫২ এবং হাওড়া থেকে ০৩৮৫৭ ট্রেনগুলি বাতিল করা হচ্ছে। ১৮ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল, ৫ মে, ৭ মে, ৯ মে, ১২ মে, ১৪ মে, ১৫ মে, ১৭ মে এবং ১৯ মে হাওড়া থেকে বাতিল থাকছে ০৩০৫১ নম্বর ট্রেনটি। ব্যান্ডেল থেকে ০৭৭৮১ নম্বর ট্রেন বাতিল থাকছে ওই দিনে। একইসঙ্গে বর্ধমান থেকে ০৭৭৮১ নম্বর ট্রেন বাতিল থাকবে ০৭৭৮২ নম্বর ট্রেন বাতিল থাকবে ওই দিনগুলিতে। পাশাপাশি রেলের এই কাজের জন্য ব্যাহত হচ্ছে দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবাও। ২৯ এপ্রিল, ৪ মে, ৬ মে, ৮ মে, ১১ মে, ১৩ মে, ১৪ মে, ১৬ মে এবং ১৮ মে আগ

১৩০২৭ হাওড়া — আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস বাতিল থাকছে। একইসঙ্গে ১৩০২৮ ডাউন আজিমগঞ্জ — হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেসও বাতিল থাকছে ৩০ মে, ৫ মে, ৭ মে, ৯ মে, ১২ মে, ১৪ মে, ১৫ মে, ১৭ মে এবং ১৯ মে। বেশ কিছু মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাপথও বদল করা হচ্ছে রেলের কাজের জন্য। হাওড়া-মোকামা এক্সপ্রেস এবং মোকামা-হাওড়া এক্সপ্রেস মেইন লাইনের বদলে কর্ড লাইন দিয়ে চলাচল করবে। গৌড়ি এক্সপ্রেসও ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা রুটে চলাচল করবে।

নিষিদ্ধ পিস্তল দিয়ে খুন হয়েছে আতিক-আশরাফ

প্রাণগরাজ, ১৬ এপ্রিল (হিস.) : শনিবার গভীর রাতে প্রয়াগরাজে মাফিয়া আতিক আহমেদ ও তার ভাই আশরাফকে হত্যার ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ভারতে নিষিদ্ধ। এর দাম ধরা হয়েছে চার থেকে পাঁচ লাখ টাকা। আত্মসমর্পণ করার পর ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার হয়েছে অপরাধী তিন অভিযুক্ত। এমতাবস্থায় এই নিষিদ্ধ অস্ত্রাধিনি কত অস্ত্র এই তিন অভিযুক্তের কাছে কীভাবে পৌঁছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কে তাদের সাহায্য করছিল? সূত্র জানান, ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ ও ফরেনসিক দলের হাতে একটি পিস্তল পাওয়া গেছে।



ভারতে এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ জিগানার তৈরি পিস্তল পাকিস্তান হয়ে ভারতে পাচার হয়। এটি একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় পিস্তল এবং

একবারে ১৭টি বুলেট লোড করে। ট্রিগার টানার সাথে সাথে পুরোটা একবারে খালি হয়ে যায়। পঞ্জাবি গায়ক সিধু মুসেওয়ালাকেও এই অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কাসগঞ্জের বাসিন্দা অরুণ এবং আতিক ও আশরাফকে হত্যার অভিযোগে বান্দা বাসিন্দা লালেশেরে অপরাধমূলক রেকর্ড রয়েছে, তবে তাদের পারিবারিক পটভূমি বিবেচনায় এই লোকেরা এত দামী ও নিষিদ্ধ অস্ত্র কিনতে সক্ষম নয়। এখন তারা তাদের অস্ত্র দিয়েছে এবং এর পেছনে মূল পরিকল্পনাকারী কারা, তা শিগগিরই তদন্ত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাফিয়া আতিক কি বিরোধীদের কোনো গোপন কথা ফাঁস করতেন : গিরিরাজ

ভুবনেশ্বর, ১৬ এপ্রিল (হিস.) : মাফিয়া আতিক আহমেদ কি বিরোধীদের (সমাজবাদী পার্টি) কোনও গোপন কথা ফাঁস করার কথা ছিল, সে কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। রবিবার এই প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। ভুবনেশ্বরে আতিক সম্পর্কিত প্রশ্নে গিরিরাজ সাংবাদিকদের বলেন, আতিক উত্তরপ্রদেশে বিরোধীদের অর্থাৎ সমাজবাদী পার্টির কোনও গোপন কথা প্রকাশ করতে চলেছেন কিনা। কেন এবং কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা এখন তদন্তাধীন। তিনি বলেন, পুরো বিষয়টির দুটি দিক রয়েছে, একটি আপনি যা উত্থাপন করেছেন এবং অন্য দিকটি তদন্তে জানা যাবে।

আজ কর্ণাটকের কোলারে রাহুল গান্ধীর জনসভা

কোলাার (কর্নাটক), ১৬ এপ্রিল (হিস.) : আজ কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করবেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এখানে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকবেন দলের সভাপতি মঞ্জিকার্জুন খাড়গে। সম্প্রতি, প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধীকে মৌদী পদবি সম্পর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁর লোকসভার সদস্যপদও। স্নেহে রাখুন যে তিনি ২০১৯ সালে কোলারেই একটি সভায় এই মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন – ‘সব চোরের একই পদবি মৌদী কেন?’ গুজরাটের বিজেপি বিধায়ক এবং প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেশ মোদীর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

মণিপুরে ৩.৬ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্প

ইমফল, ১৬ এপ্রিল (হিস.) : মণিপুরে ৩.৬ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ০৭:২২টায় রাজ্যের নমেন জেলা ৩.৬ প্রাবল্যের ভূমিকম্প অনুভূত হলেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয় গোটা জেলা সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায়। তবে ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস) একটি ফটো পোস্ট করে তাদের অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, আজ ১৬ এপ্রিল সকাল ০৭:২২টায় মণিপুরের নমেন জেলা রিখটার স্কেলে ৩.৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল জেলার উত্তর-উত্তরপূর্বে ভূগর্ভের ১০ কিলোমিটার গভীরে ২৪.৮৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৬৯ দ্রাঘিমাংশে ছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ৩.৬ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে কৈংপে মণিপুরের তামংলং জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। অনুরূপভাবে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৩.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলা।

এছাড়া ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯-টা ২.৬ মিনিট ২.৯ সেকেন্ডে কৈংপে উঠেছিল শিলং সহ রাজ্যের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার বিভিন্ন এলাকা। ওই দিন সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্কেলে ৩.৯ ধরা পড়েছিল। এভাবে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮ ঘণ্টার মধ্যে ৪.০ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল মধ্য অসমের হোজাই জেলা সদর এবং সিক্কিমের ইউকসোম শহর।

স্বামীকে খুন করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ ঘাতক স্ত্রীর

বাজারিছড়া (অসম), ১৬ এপ্রিল (হিস.) : নিজের স্বামীকে কুপিয়ে খুন করে অবশেষে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ঘাতক-পত্নী। লোমহর্ষক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বাজারিছড়া থানাধীন কাঁঠালতলি পুলিশ ওয়াচ পোস্টের এলাকার ত্রিবিমটি চা বাগানে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাঁঠালতলি এলাকায়। আজ শনিবার বাজারিছড়া থানা সূত্রে জানা গেছে, লোমহর্ষক ঘটনাটির পেছনে পারিবারিক বিবাদ জড়িত। এ রকমই কোনও এক ঘটনায় এক সন্তানের জননী অনিতা নায়ক (৩২) নামের মহিলা তাঁক স্বামী বিজয় নায়ক (৪০)-কে ধারালো দা দিয়ে গলায় কোপ বসিয়ে খুন করেছেন। ঘটনা বৃহস্পতিবার মধ্য রাত্তে সংঘটিত হওয়ার পর গতকাল শুক্রবার ঘাতক অনিতা কাঁঠালতলি পুলিশ ওয়াচ পোস্টে গিয়ে রক্তমাখা খুনে ব্যবহৃত দা সহ



আত্মসমর্পণ করেছেন। এদিকে পুলিশ তদন্তে নেমে বিজয় নায়কের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে পাঠায়। ময়না তদন্তের পর গতকাল রাত্তে বিজয়ের মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে সমর্পণ দিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে খুনি অনিতাকে করিমগঞ্জের বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। তাকে



পাথারকান্দি থানাধীন মহিলা হোমে রেখে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ জেরায় লোমহর্ষক খুনের পেছনে ত্রিকোণ প্রেমঘটিত কারণ থাকার খবর পাওয়া গেছে। তদন্তের পর গতকাল রাত্তে বিজয়ের মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে সমর্পণ দিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে খুনি অনিতাকে করিমগঞ্জের বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। তাকে

নিয়োগ দুর্নীতিতে বিভাস অধিকারীকে নিজাম প্যালেসে তলব করল সিবিআই

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হিস.) : এবার বিভাস অধিকারীকে তলব করল সিবিআই। গতকাল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি চালিয়ে যে নথি উদ্ধার হয়েছিল সেই সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই রবিবার তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্তে শনিবার মোট ৬ জায়গার তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তল্লাশি চালানো এই ছটি জায়গার মধ্যে চারটি জায়গায় বিভাসের বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, গতকাল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়

তল্লাশি চালিয়ে যে নথি উদ্ধার হয়েছে সেই সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই এ দিনের হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এর আগে ইডি তলব করেছিল বিভাস অধিকারীকে। তবে সিবিআই এই প্রথম তাঁকে ডেকে পাঠাল।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা স্পষ্ট করেছেন বিভাস অধিকারী অন্যতম মাস্টার মাইন্ড। কারণ ২০১২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে ছিলেন বিভাস। শুধু নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি নয়, বিএড,

ডিএলএড, কলেজে অনুমোদন পাইয়েও দিতেন তিনি। সব মিলিয়ে বেশ কয়েক কোটি টাকা নিজের পকেটে পুরেছিলেন বিভাস এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। প্রসঙ্গত, এই বিভাস অধিকারী নিজেকে সংসদে সদস্য যুক্ত একজন ঋদ্ধি বলে পরিচয় দিত। বীরভূমে একটি আশ্রমও বানিয়ে ফেলেছে বিভাস যদিও ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সংসদ আশ্রম থেকে জানানো হয়, বিভাসের তৈরি ওই আশ্রমের সঙ্গে অনুকূলচন্দ্রের সংসদের কোনও যোগ নেই। বিভাসের আশ্রমটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটি ট্রাস্ট।

কেজরিওয়ালের ‘দুর্নীতির দস্তানা’ এখনই বন্ধ হওয়া উচিত: সম্মিত পাত্র

ভুবনেশ্বর, ১৬ এপ্রিল (হিস.) : রবিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিশানা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র ড. সম্মিত পাত্র। তিনি বলেন, গ্লাভস পড়েও তিনি দুর্নীতি থেকে আড়াল হন না। আজ দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, কেজরিওয়াল সম্ভবত মনে করেন যে গ্লাভস পরে দুর্নীতি কেজরিওয়াল এবং আবগারি কোলেক্টার মাস্টারমাইন্ড সমীর মহেশ্বর মধ্যে একটি বৈঠক ঠিক করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু

ছাপ রেখে যাইনি। তিনি আরও বলেন, মণীষ সিনেদ্যিয়ার গ্লাভস পরে কেজরিওয়াল দুর্নীতি করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এখন গ্লাভস খুলে ফেলার সময়। তদন্তকারী সংস্থা বাস্তবতার ভিত্তিতে কাজ করে, আরেগ নয়। ড. সম্মিত পাত্র বলেন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অভিযোগপত্রে লিখেছে যে আম আদমি পার্টির যোগাযোগ প্রধান বিজয় নায়ার কেজরিওয়াল এবং আবগারি কোলেক্টার মাস্টারমাইন্ড সমীর মহেশ্বর মধ্যে একটি বৈঠক ঠিক করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু

তাদের বৈঠক হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত, কেজরিওয়াল সমীরকে পরোয়াসে দেন যে আপনি চিত্রা করবেন না। বিজয় নায়ার আমাদের লোক। তারা যা বলে তাই কাজ করা হবে, এটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

তিনি বলেন, দশ বছর আগে কেজরিওয়াল দেশের সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের চোর বলতেন। ক্ষমতায় এসে জেলে ঢোকানোর কথা বলতেন। এ নিয়ে পাত্র প্রশ্ন করেন, এখন আপনার মন্ত্রীরা দুর্নীতি করেছে, তাদের জেলে যাওয়া উচিত নয়।

গ্যাংস্টার আতিকের খুনে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী রাতেই শীর্ষকর্তাদের বাড়িতে তলব



লখনউ, ১৬ এপ্রিল (হিস.) : পুলিশ হেফাজতে খুন গ্যাংস্টার আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরাফ। শনিবার উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজ পুলিশের সামনে খুন হয় পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলি চালানো হয় খুন, অপহরণ সহ ১০০টিরও বেশি মামলায় অভিযুক্ত আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাইয়ের উপরে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য

ছড়িয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবারই রাতে তিনি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন। বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য তিন সদস্যদের একটি দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, আতিক আহমেদের হত্যাকাণ্ডের পরই খমথমে পরিবেশ গোটা উত্তর প্রদেশ জুড়ে। কোনওভাবে অশান্তি

যাতে না ছড়ায়, তার জন রাজ্যের ৭৫টি জেলাতেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সম্পূর্ণ বিশ্বে কায়দায় পুলিশের সামনে খুন হয় গ্যাংস্টার আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরাফ। দুইদিন আগেই আতিকের ছেলে আসাদকেও এনকাউন্টারে খতম করে পুলিশ। শনিবার আসাদের শেখতপ ছিল। সেখানে যেতেও চেয়েছিলেন আতিক, জেলাশাসকের কাছে চেয়েছিলেন অনুমতি। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই সেই অনুমতি দেওয়া হয়নি।

শনিবার রাত ১০টা নাগাদ প্রয়াগরাজের মেডিক্যাল কলেজে রগটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য নিয়ে আসা হয় আতিক ও আশরাফকে। প্রিজনে ভান থেকে নামতেই তাঁদের ঘিরে ধরেন সাংবাদিকরা। এই সাংবাদিকদের ভিড়েই লুকিয়ে ছিল আততায়ীরাও। আতিক যখন দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, সেই সময়ই পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে তাঁর মাথায় গুলি চালানো হয়। সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আতিক। এরপরেও কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয় আতিক ও তাঁর ভাই আশরাফের উপরে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুইজনের।



ফের খুনের হুমকি পেলেন সলমন খান, আটক অভিযুক্ত, চলছে তদন্ত



বলিউড অভিনেতা সলমন খান ফের খুনের হুমকি পেলেন। গত বছর থেকেই অভিনেতার জীবনের ওপর নানান ঝড় বইছে। জানা গিয়েছে, সোমবার রাত নটায়ে রাজস্থানের যোধপুর থেকে রকি ভাই নাম নিয়ে এক ব্যক্তি মুম্বই পুলিশের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে। সেখানে সে জানায় আগামী ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যা মিঞাকে খুন করা হবে। এই ঘটনার তদন্ত ইতিমধ্যে পুলিশ করতে শুরু করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উড়ো ফোন পাওয়ার পর থেকে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন, আর তাঁরা জানতে পেরেছেন যে ব্যক্তি ফোন করেছিল সে যোধপুরের বাসিন্দা। তবে এই প্রথমবার নয়, এর আগেও সলমন খান খুনের হুমকি পান। ইমেলের মাধ্যমে অভিনেতাকে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। ঘটনার পরেও মামলা দায়ের করা হয়েছিল ও পুলিশ তদন্তও শুরু করেছিলেন। তারপর থেকে কিন্তু অভিনেতার নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছিল। পুলিশ শাহাপুর থেকে কিশোরকে আটক করেছে, এবং আরও তরফের জন্য তাকে মুম্বই নিয়ে আসছে। কেন ফোন করা হয়েছিল তা জানতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এভাবে খুনের হুমকি পাওয়ার কারণে নিজের সুরক্ষার কথা ভেবে বলিউড অভিনেতা সলমন খান একটি বুলেটপ্রুফ গাড়ি কিনেছিলেন। সম্প্রতি, তিনি কিন্তু বুলেটপ্রুফ নিসান গ্যাটলিও কিনেছেন। তবে বর্তমানে ভারতের বাজারে এই গাড়ি কিন্তু এখনও লম্বা করা হয়নি। তবে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে অভিনেতা দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ব্যাবহুল গাড়িটি কিনেছেন। এর আগেও অভিনেতাকে ইমেলের মাধ্যমে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল, সেই কারণে মার্চ মাসের ১৮ তারিখ ব্রাহ্ম পুলিশ তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরো করেছিলেন। গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই, ব্রাহ ও রোহিত নামের ব্যক্তির বিরুদ্ধে। রোহিত গর্গ নামের এক ব্যক্তির আইডি থেকে ইমেল সেন্ড করা হয়েছিল। অভিনেতার মুম্বইয়ের ব্রাহ্মার বাড়ির চারপাশে পুলিশের কড়া পাহারা মোতায়েন করা হয়। এমনকী গ্যাংস্টারের হুমকির পর সলমনের ব্যাহ্মার বাড়ির চারপাশে অভিনেতার ফ্যানেরা জমায়েত হতে পারবেন না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয় মুম্বই পুলিশের তরফে উল্লেখ্য, বর্তমানে অভিনেতা "কিসি কা ভাই কিসি কা জন" সিনেমার জন্য খবরের শিরোনামে রয়েছেন। এবার এই সিনেমার একটি পোস্টার শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে সলমন খান ও পূজা হেগডেকে একসঙ্গে জুটি বেঁধে দেখা গেছে। তাঁরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। হলুদ পোশাকে ধরা দিয়েছেন পূজা, অভিনেতা সলমনকে দেখা গেছে কালো পোশাকে। ১০ এপ্রিল মুক্তি পেয়েছে সিনেমার ট্রেলারও।

পরিণীতির সঙ্গে বিয়ে নিয়ে রাঘব কী বললেন?



বেশ কয়েকদিন ধরেই বিয়ে নিয়ে খবরের শিরোনামে রয়েছেন রাজনীতিবিদ রাঘব চাড্ডা ও অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় জুড়ে তাঁদের একসঙ্গে ডেটিং করার খবরও কিন্তু ছড়িয়েছে। তাঁরা নাকি খুব শীঘ্রই বিয়ে করতে চলেছেন! শোনা যাচ্ছিল তাঁরা নাকি ১০ এপ্রিল বাগদানও সারবেন যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানাননি রাঘব ও পরিণীতি। যদি এই গুজবকে তাঁরা কিন্তু অস্বীকার করেননি এবং নিশ্চিতত করেননি এক সাক্ষাৎকারে রাঘব চাড্ডাকে পরিণীতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। যদি তিনি বেশি কিছুই জাননি। তিনি জানান, পরিণীতি ও আমাকে একসঙ্গে দেখার পর থেকে নানান গুজব শুরু হয়েছে। তাঁরা কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি। রাঘব জানিয়েছেন, তাঁরা একসঙ্গে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে পড়াশুনা করেছেন। তিনি জানান, "আপকো জশন মানেনে কা মাউকা মিলগো" (আপনারা খুব তাড়াতাড়ি উদযাপন করার সুযোগ পাবেন)। তবে আর বেশি কিছু জানাননি তিনি। কী উদযাপনের কথা বললেন রাঘব, তা সময় এলে স্পষ্ট বোঝা যাবে বলে ভাবছেন অনুগামীরা। এক সংবাদিক রাঘব চাড্ডাকে জিজ্ঞাসা করেন, পরিণীতিকে নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। রাঘব এটা শুনে হেসে বললেন, "আজ আম দাদিমা পাটি সলিট্রেট করার জন্য জাতীয় পাটি হয়ে গেছে।" কিছু দিনে আগেও রাঘবের সঙ্গে পরিণীতিকে দু'দিন দেখা গিয়েছিল মুম্বইয়ের একটি নামী রেষ্টোরাঁতে। পরিণীতি ও রাঘবকে খুব কাঙ্ক্ষার লুকেই দেখা গেছে। জানা যাচ্ছে লন্ডনে একসঙ্গে পড়াশোনা করার সময় তারা একে অপরের ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছেন। অনেক অনুগামীদের মতে, তবে কী পরিণীতির জীবনে এসেছে নতুন পুরুষ রাঘব, নাকি রাজনীতিতে পা রাখতে চলেছেন অভিনেত্রী সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রাঘবের পরিবার পরিণীতির পরিবারকে অনেকদিন ধরেই চেনেন। এই প্রথমবার ইমতিয়াজ আলির সঙ্গে কাজ করতে চলেছেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। চামকিলায় ছবিতে দেখা মিলবে তার। দিলজিৎ দোসাজের সঙ্গে দেখা মিলবে অভিনেত্রীর। সম্প্রতি, শুটিং শেষ করেছেন তিনি। শুটিংয়ের সেট থেকে নানান ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন তিনি। তবে সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার পর কতটা বক্স অফিসে সাফল্য ফেলবে তা দেখার।

সাহিত্য ও বিনোদন

শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা একজন মানুষের দূরদর্শীতার দলিল

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ বাঙালি হয়ে একজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম শোনেনি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। দুই বাংলাতেই সমান জনপ্রিয় তিনি। তার জনপ্রিয়তার কারণ মূলত ছিল শিক্ষা নিয়ে করা তার কাজগুলো। রাজা রামমোহন রায় শিক্ষা সংস্কারের যে একটি সূচনা করে দিয়েছিলেন সেটা আরও বহুদূর নিয়ে গিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলায় আধুনিক সমাজ তৈরির পথিকৃৎ যদি রাজা রামমোহন রায় হয়ে থাকেন, তাহলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার পেছনে দায়ী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলার সমাজ তখন অনেক দিক দিয়েই পিছিয়ে ছিল। ইউরোপে তখন শিক্ষা এবং শিল্পবিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে তখন তারা ব্যস্ত। বাংলা তখন ইংরেজদের অধীনে ছিল। ইংরেজরা এই দেশের মানুষদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে এবং বাংলাকে লুটপুটে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলার মানুষদের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না। এখান থেকে আমরা মনে করতে পারি, একটি দেশ এবং দেশের সমাজের মানুষকে পঙ্গু করে দেয়ার মতো সবকিছুই করে রেখেছিলো ইংরেজরা। এরকম সময় যদি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার মানুষদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কাজ না করতেন তাহলে আমাদের এই সমাজ আরও এক কয়েক দশক পিছিয়ে যেত। আজকে শুধুমাত্র শিক্ষাখাত সংস্কারের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কী পরিমাণ দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছিলেন সেগুলো নিয়েই আলোচনা করা হবে আজ। বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন বহুভাষাবিদ। বাংলার সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি এমনভাবে সাজাতে চেয়েছিলেন যেন বাংলার প্রতিটি মানুষ শিক্ষিত হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে তাকে নিয়োজিত করা হয়।

সেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি সেখানকার প্রশাসন এবং শিক্ষায়তনিক দিকে যেসব পরিবর্তন আনেন সেগুলো তার আগে আর কেউ করেনি। তার প্রভাবিত এবং প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি স্থান পেয়েছে তা হচ্ছে স্কুল থেকে কুসংস্কার দূর করা। সংস্কৃত কলেজে থাকাকালীন তিনি এমন একটি কাজ করে বসেন যেটার জন্য শব্দ মানসিকতার

দরকার ছিল, সাথে প্রচণ্ড বুদ্ধিদীপ্ত যুক্তি খণ্ডনের প্রয়োজন ছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। কোনো ধর্ম, জাতিবিশেষ এবং কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতাদর্শের ব্যক্তিত্বের জন্য সেখানে পড়াশোনা করার কিংবা যাওয়ার বাঁধা ছিল না। উনিশ শতকের সময় বাংলায় এ ধরনের কাজকে নাস্তিকতা এবং ব্রাসফেমি বলে গণ্য করা হতো। ব্রাসফেমি

হচ্ছে যারা ঈশ্বরকে নিয়ে অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে। তিনিই প্রথম সংস্কৃত কলেজে ভর্তি ফি এবং শিক্ষন ফি নেয়া শুরু করেন, ক্লাসে টিক সময়ে উপস্থিতি এবং নিয়মানুবর্তিতার উপর কঠোরভাবে জোর দেন, প্রথম সাপ্তাহিক ছুটির প্রচলনও করেন তিনি। সংস্কৃত পড়াশোনার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনেন তিনি। আগে সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করতে হলে চার-পাঁচ বছর সংস্কৃত ব্যাকরণ 'মুঞ্চবোথ' পড়তে হতো। বিদ্যাসাগর এই কব্জিচ্ছে যোগ দেয়ার পর সংস্কৃতকে বাংলায় রূপান্তরিত করেন এবং সেগুলোকে পাঠ্য হিসেবে ব্যবহার করেন। এরকম করার পেছনে যুক্তি ছিল যেন শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত থেকে কোনো বিষয় সহজেই নির্বাচন করতে পারে এবং পছন্দ অনুযায়ী পড়তে পারে। তিনি পরীক্ষা নেয়ার একটি প্রচলনও শুরু করেন। শুধুমাত্র সংস্কৃত শিক্ষার দিকেই যে তার লক্ষ্য ছিল তা নয়। তিনি ইংরেজি, পশ্চিমা বিজ্ঞান এবং গণিত শিক্ষার প্রতিও মনোনিবেশ করেন। বিদ্যাসাগরের ভর্তি ফি এবং শিক্ষন ফি নেয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। আজকের দিনে দেখা যায়, সরকার বিভিন্ন সংস্কারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায়। যেমন- সরকারি, বেসরকারি এবং স্বাভাবিক। এসব প্রতিষ্ঠান চালাতে হলে

সরকারের অর্থের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নেয়া যায় তাহলে প্রতিষ্ঠান চালাতে সুবিধা হয়। সরকারের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল না হয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান করার লক্ষ্যে তিনি এই কাজ শুরু করেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসিক পরীক্ষা নেয়ার সুত্রপাত করেন। এটাও তার আরেকটি দূরদর্শীতার প্রমাণ।

জানতেন, যারা এই নতুন আঙ্গিকে গড়া সিলেবাস পড়াতে তারা নিজেরাও এরকম শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পরিচিত নয়। তাই তাদেরকে ঠিকভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে তিনি প্রতিটি স্কুলের সাথে একটি করে নর্মাল স্কুল বলে আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুপারিশ করেন, যাতে শিক্ষকদেরকেও ঠিকভাবে প্রস্তুত করা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধু শিক্ষা প্রসারেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। শিক্ষার্থীদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে পড়াশোনা করা এবং সেই পড়াশোনাকে নিজেদের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। এই ব্যাপারটি তিনি খুব গুরুত্ব নিয়ে ভেবেছেন। তাই পাস করে যাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের জন্য যেন কাজের ব্যবস্থা এবং সুযোগ তৈরি করা হয় সে ব্যাপারে সরকারের কাছে সুপারিশ করেন এবং অনেকটা সফলও হন।

মেসেদের পড়াশোনা নিয়েও বিদ্যাসাগরের মাথায় চিন্তা ছিল। তিনি জানতেন, সমাজে আদর্শ শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হলে নারী-পুরুষ উভয়েরই শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেন, যাকে পরবর্তীতে বেথুন কলেজ নামকরণ করা হয়। নারীদের শিক্ষার দিকে আনার জন্য তিনি একটি অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন, যা নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত ছিল। এখান থেকে মেয়েদের শিক্ষার জন্য যাবতীয় অর্থের ব্যবস্থা করা হতো। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানুষ হিসেবে কতটা এগিয়ে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। নিজে শিক্ষিত হয়েছেন এবং অপরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার কাজ অর্থাৎ শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। সমাজকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য ক্লাসিভন পরিশ্রম করে গিয়েছেন। পড়াশোনার গুরুত্ব সবাইকে বোঝানোর জন্য এবং একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার জন্য তিনি আজীবন কাজ করে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে যে, কোথাও পড়াশোনার জন্য বইয়ের ব্যবস্থা নেই, তিনি নিজের পয়সা খরচ করে সেখানে বইয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তার কাছে সবার উপরে একটি কাজই ছিল, আর সেটা হচ্ছে সমাজে শিক্ষার আলো নিয়ে আসা এবং সমাজকে শিক্ষিত করে তোলা।

বর্তমান সময় কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় যে সার্বক্ষণিক মূল্যায়নের যে ব্যবস্থা পদ্ধতি নেখা যায় সেটি তিনি দুশো বছর আগেই শুরু করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বছরে একটিমাত্র পরীক্ষা না নিয়ে সারা বছরই যদি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেয়া হয় তাহলে সারা বছর শিক্ষার্থীরা পড়ার মধ্যেই থাকবে। উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে যে পড়াশোনার গুরুত্ব বোঝা জরুরি, সেটা তিনি আগেভাগেই বুঝে গিয়েছিলেন। বিধায় পড়াশোনার ক্ষেত্রে এত সংস্কার করার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন জনহিতকর ব্যক্তি। তিনি শুধু তার নিজের সংস্কৃত কলেজের উন্নতির জন্যই যে কাজ করেছেন এমন কিন্তু নয়। তার কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সরকার থেকে তাকে বাংলার বিভিন্ন স্কুলের ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হয়। ইন্সপেক্টর বা পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি চারটি জেলায় প্রায় বিশটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠাই করেননি, বরং সেগুলোর তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দেন, আধুনিক সিলেবাস তৈরি করে দেন এবং শিক্ষকদের নিয়োগ করার জন্যও তার কাজ পড়তো। শুধুমাত্র নতুন আঙ্গিকে পুরো শিক্ষার প্রেক্ষাপট তৈরি করেই তিনি থেমে থাকেননি। শিক্ষকদেরকেও তৈরি করেছেন তিনি। তিনি

তিন বছর পর আবারও একই জায়গায়, সুশান্তের মৃত্যুর পর প্রথম কাজে ফিরলেন রিয়া



একটা ধামাকাদার কামব্যাক করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন রিয়া চক্রবর্তী সুশান্ত সিং রাজপুত কাণ্ড থেকে মুখ ফিরিয়ে জীবনের স্বাভাবিক স্রোতে ফেরার চেষ্টা করছেন তিনি। বড়পর্দায় সুযোগ না পেলেও ছোটপর্দার জনপ্রিয় শো রোডিজ-এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকছেন রিয়া। কিন্তু সুখবর শেয়ার করতেই একের পর এক ট্রোলার মুখে পড়েছেন তিনি। কটাক্ষ শানাতে ছাড়াইনি সুশান্তের দিদিও রিয়ার কাজে ফেরার বার্তা দিয়ে ভিডিও শেয়ার করার পরপরই একটি টুইট করেন প্রয়াত সুশান্তের দিদি প্রিয়ঙ্কা সিং। কুরুটচির কটাক্ষ শানিয়ে তিনি বলেন, 'তুমি কেন ভয় পাবে? তুমি তো বেশ্যা ছিলে, আচ্ছো আর থাকবে! প্রশ্ন এটাই যে তোমার খন্দের কে? কোনো ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই এই সাহস দেখাতে পারে'। যদিও বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতে প্রিয়ঙ্কা দাবি করেছিলেন, তিনি কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কোনো কিছু বলেননি। বরং আশপাশের পরিস্থিতি দেখেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়েছে তাঁর। কিন্তু নেটিজেনরা দুয়ে দুয়ে চার করেই নিয়েছিলেন। অনেকে যেমন প্রিয়ঙ্কা সুরে সুর মিলিয়ে রিয়াকে তুলোনা করেছেন, কয়েকজন আবার টুইটের ভাষা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। সুশান্তের দিদিরকি নিয়ে যখন শোরগোল চলছে নেটপাড়ায়, তখন মুখ খুললেন খ্যাত রিয়া। যাবতীয় ট্রোল, সমালোচনার উত্তর দিলেন তিনি। না, পালাটা আক্রমণে যাননি রিয়া। বরং একটি ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, 'অপেক্ষার খেলাটা অনেক দীর্ঘ ছিল। সেটে ফিরে, কাজে ফিরে যে কী আনন্দ হচ্ছে তা বলে বোঝাতে পারব না। আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। আমার ভালবাসা এবং সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। সম্রাট কঠিন ছিল, কিন্তু তোমাদের ভালবাসাটা খাঁটি ছিল। আমার চোখে এখন আনন্দের অশ্রু'। রিয়া আরো জানান, তিন বছর পর তিনি কাজে ফিরেছেন। এতদিন মেকআপ, হোয়ার স্টাইল কিছুই করতে হয়নি তাঁকে। ভার্চুয়ালি ভ্যানিটা নতুন মনে হচ্ছে। এক অভূত সমাপত্যের কাণ্ডও জানিয়েছেন রিয়া। তিন বছর আগে এই সেটে, একই ভার্চুয়ালি ভানে তিনি ছিলেন। আবার তিন বছর পর সেখানেই ফিরলেন। মাঝের সময়টায় ঘটে গিয়েছে অনেক কিছুই। জীবনটা সম্পূর্ণ গুলটপাল্টা হয়ে গিয়েছে রিয়ার। জেলের যানি পর্যন্ত টেনেছেন তিনি। তবে তাঁর কাজে ফেরার খবরে অনেকেই শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এবার নতুন রূপে তাকে পর্দায় দেখার পালা।

কন্ড ছবির সেটে দুর্ঘটনা! বিস্ফোরণে শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত সঞ্জয় দত্তের

ছবির শুটিংয়ের সময় আহত বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। বেঙ্গালুরুতে কন্ড ছবি কেন্দ্রি শুটিংয়ে চোট পেয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, শুটিং চলার সময় আচমকি বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণে আহত হন সঞ্জয়। বলিউড অভিনেতার হাত, কনুই ও মুখ-সহ বিভিন্ন জায়গায় চোট লেগেছে। এই ঘটনায় ছবির শুটিং বন্ধ রাখা হয়েছে। এই ছবির স্টাফ ডিরেক্টর রবি বর্মা। একটি অ্যাকশন সিকোয়েন্সের শুটিং চলার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। আঘাত কাটিয়ে সঞ্জয় দত্ত শীঘ্রই শুটিং শুরু করবে বলে আশা। তবে এই ঘটনা অনুষ্ঠানিত ভাবে স্বীকার করা হয়নি। একটি সূত্রে থেকে জানা গিয়েছে বিষয়টি গুরুতর নয়। আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে শুটিংও নাকি শুরু করেন এই অভিনেতা। ছবিটি সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হচ্ছে। এই ছবিতে প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন রবিচন্দ্রন ও শিল্পা শেঠি। ছবিটিতে বাণিজ্যিক উপাদান রয়েছে। এই দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভক্তরা চিন্তায় পড়েন। তবে তাঁরা অভিনেতার সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করছেন। কেউ কেউ চ্যাপ্টার ওয়ান এবং কেউ কেউ চ্যাপ্টার টু-এর পরে সঞ্জয় দত্তকে আবারও কেউতে ভিলেনের ভূমিকায় দেখা যাবে। এই ছবিতে সঞ্জয় দত্তকে অ্যাকশন হিরো ধ্রুব সারজার সঙ্গে লড়াই করতে দেখা যাবে। ১৯৭০ সালে বেঙ্গালুরুতে ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনার ওপরে ভিত্তি করেই এই ছবির চিত্রনাট্য তৈরি হয়েছে। এই ছবির শুটিংয়ের কিছু অংশ ইতিমধ্যে কাম্প্লি হয়ে গেছে। সেখানেই ছিলেন সঞ্জয় দত্ত। এই কেন্দ্রি মাধ্যমে সঞ্জয় দত্ত সর্বভারতীয় স্তরে পা রাখতে চান। কন্ড ছাড়াও দক্ষিণের আরও তিন ভাষা তামিল, তেলেগু, মালয়ালম এবং হিন্দি ভাষায় ছবিটি মুক্তি পেতে চলেছে।

ঐন্দিলা এখন অতীত! অন্য প্রেমিকা পটাতে ব্যস্ত অক্ষুশ

একটা বা দুটো নয়। একসঙ্গে তাঁরা কাটিয়ে ফেলেছেন বারোটা বছর। গুরু থেকেই কখনও প্রেম নিয়ে লুকাছাপ রাখেননি অক্ষুশ হাজরা এবং ঐন্দিলা সেন চলিউড জগতে তাঁরা পরিচিত 'লাভ বার্ড' নামেই। অথচ এত পুরনো সম্পর্কে এবার লাগলো ভাদন। শোনা যাচ্ছে, ঐন্দিলাকে ভুলে অন্য এক বদ তনয়ার প্রেমে মোজেছেন অক্ষুশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে এসেছে একটি ভিডিও। আর সেখানেই পরিচায় দেখা গেছে, বদ তনয়া পূজা বন্দোপাধ্যায়ের প্রেমে হাবুডুপু আছেন অক্ষুশ। এমনকি প্রকাশ্যে রোমান্স করতে দেখা যায় অভিনেতাকে। তবে তিনি হয়তো স্বপ্নেও ভাবেননি যে হঠাৎ করেই সেখানে চলে আসবেন ঐন্দিলা। প্রেমিকাকে দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে গেছেন অক্ষুশ। আসলে এই সম্পূর্ণ ঘটনাটিই ঘটেছে মজার ছলে। বাস্তবে কিন্তু পূজা এবং কৃণাল বর্মার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে অক্ষুশ-ঐন্দিলা। এমনকি পূজার বিয়েতেও হাজির ছিলেন এই তারকা জুটি। পূজার ছোট ছেলে কৃশিণ আবার ঐন্দিলার ভক্ত।

সম্প্রতি ডান্স বাংলা ডান্স এর মধ্যে অতিথি বিচারক হয়ে হাজির হয়েছিলেন পূজা। সেই মধ্যে অক্ষুশের সঙ্গে ন্যাচ করতে দেখা যায় পূজাতে। দেখা যায় রোমান্স করতে। কিন্তু সেই মুহূর্তে হঠাৎ করেই হাজির ঐন্দিলা। প্রেমিকাকে দেখেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন অক্ষুশ। হয়ে গেলেন অজ্ঞান। অবশেষে মহাগুরু জ্ঞান ফেরালেন তার। সম্প্রতি বক্স অফিসে মুক্তি পেয়েছে প্রেমেন্দু বিকাশ চাকি পরিচালিত অক্ষুশ এবং ঐন্দিলা অভিনীত ছবি 'লাভ মারজ'। এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গিয়েছে অপরাজিতা আচ্য এবং রঞ্জিত মল্লিককে। আপাতত জোর কদমে সেই ছবির প্রচার সারছেন এই দুই তারকা। আর সে কারণেই ঐন্দিলা হাজির হয়েছিলেন ডান্স বাংলা ডান্স মধ্যে। এখন দেখার বক্স অফিসে ঠিক কতটা ছাপ ফেলতে পারে এই ছবি।



ସମ୍ପାଦକୀୟ କଳାରେ

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

আঞ্চলিক ভাষায় পরীক্ষার সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে মেনে নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এখন থেকে ১৩ টি আঞ্চলিক ভাষায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সশস্ত্র পুলিশের পরীক্ষায় বসতে পারবেন চাকুরী প্রার্থীরা। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বিভিন্ন মহল। বাংলা-সহ ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় হবে কেন্দ্রীয় পুলিশের পরীক্ষা। এতথাকিসি সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দীর্ঘদিনের দাবি মেনে নিল কেন্দ্র এবং থেকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সশস্ত্র পুলিশের পরীক্ষা দেওয়া যাবে বাংলা-সহ ১৩টি আঞ্চলিক ভাষাতে। এই মর্মে বিবৃতি দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অর্থাৎ দেশের সব প্রান্তের পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ ভাষায় কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশের কন্সটেন্ট পদে পরীক্ষা দিতে পারবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভরষে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সশস্ত্র বাহিনীতে নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয়দের যোগদান বামতে এই 'ত্রিভাষিক সিদ্ধান্ত' নিয়েছে। এটি দল পণ্ডিত শুধু হিন্দি এবং ইংরাজি ভাষাতে কেন্দ্রের পুলিশ নিয়োগের পরীক্ষা হত। ফলে অহিন্দীভাষীরা অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়তেন। কারণ পর ফলে ইংরাজিতে পরীক্ষা দেওয়ায় সবহা ত না। বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল, হিন্দি ইংরাজি ছাড়াও ১৩টি ভাষায় দেওয়া যাবে কেন্দ্রের কন্সটেন্ট নিয়োগের পরীক্ষা। সেগুলি হল, বাংলা, অসমীয়া, গুজরাতি, মারাঠি, মালয়ালম, মন্ডা, তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া, উর্দু, পঞ্জাবী, মণিপুরী এবং কোঙ্কনি। কেন্দ্রের এই ঘোষণার পর স্ট্যালিন টুটকির অতিম শাহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে বিভিন্ন মহল থেকে ত্রিভাষিক সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে বিভিন্ন রাজ্যের চাকুরী প্রার্থীরা পরীক্ষায় বসতে ক্ষেত্র দারুন সুযোগ পাবেন। শুধু চাকুরি প্রার্থীদের পরীক্ষার ক্ষেত্রেই নাহ মাতৃভাষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার যোগ্যদের প্রগ্রহ করবে তা ত্রিভাষিকতা তা বটেই।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় নাচ ও গানের ভূমিকা

বিশেষ প্রতিনিধি ।।

সুখদুঃখের ওড়াবাঁদীরা
বেতবাসের সমুদ্রটির উদ্দেশ্যে
লিখিত বকম ন্যূন পরিবেশন
করত। গান ও নাচের ইতিহাস
সেই সৃষ্টিচিন্তাকাল থেকেই ক্রমে
ক্রমে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন
মিশরীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ও ধর্মে
নাচ, গান, ও বাদ্যযন্ত্রের বহুল
ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। বলা যায়,
গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী,
এবং সঙ্গীতজ্ঞরা ছিল মিশরীয়
মন্দিরের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।
তৎকালীন মিশরীয়দের বিশ্বাস
ছিল দেবতারা এই সঙ্গীতায়োজন
উপভোগের মাধ্যমে সন্তুষ্ট
হতেন। মন্দিরের ধর্মীয়
ধর্মীতীতিয় পাশাপাশি ব্যক্তিগত
ধর্মীতা আচার-অনুষ্ঠান এবং
উৎসবের ক্ষেত্রে নাচ-গান
নিতানন্দনের জীবনের এক অংশ
হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেবতাদের
মন্দিরের দেওয়ালগুলোতে সঙ্গীত
বিশারদ, গায়ক, এবং
নর্তক-নর্তকীর চিত্রের সন্ধান
মিলেছে। জানা গেছে এই
শোষার মন্দিরের উপাধি।
ফারাওদের বিভিন্ন সমাধি খুঁজে
আবিষ্কার হয়েছে প্রাচীন মিশরীয়
বাদ্যযন্ত্র। এদের মধ্যে বঁশী, বীণা,
তাল, ঝঞ্জনি ইত্যাদি
উল্লেখযোগ্য। নতুন সাম্রাজ্যের
Teaching of Ani'-তে
নাচ, গান, এবং সৃষ্টিক্রমে
বেতবাসের নিত্যপ্রয়োজনীয়
আহারের সাথে তুলনা করা
হয়েছে মিশরীয় উপকথায়, দেবী
হাথোর ছিলেন সঙ্গীতের সাথে
সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ। তবে,
প্রথমদিকে সেই স্থানে ছিলেন
মৌর্য মেয়েত। মিশরীয় সৃষ্টিতত্ত্বের
কিছু স্কলারগণে উল্লেখ আছে,
বেদাদেশের 'রা' এর সাথে মিলে
মৌর্য মেয়েত সঙ্গীতের মাধ্যমেই
সৃষ্টির উত্থান ঘটেছে। পেশাদার
গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ, কিংবা
নৃত্যশিল্পী দল গুরুত্বপূর্ণ সকল
অন্তোষ্ঠিতিক্রয়ার অন্তর্গত এবং
উপরত্ব দলবদ্ধে অগ্রগণ্য
করত। প্রাচীন রা' এবং মা'রবশেষে
তাদেরকে 'খেনের' বলে
সম্বোধন করা হতো। হাথোর,
ব্রহ্মা, ওয়গেপওয়াওয়েত,
হোয়াসের মন্দিরের দেয়ালে
এদেরদের চিত্র পাওয়া গেছে।
এদের মধ্যে কিছু খেনের ছিল
অমণকারী, যারা এক মন্দির থেকে
একটি মন্দিরে ভ্রমণের মাধ্যমে
দেবতাদের সেবা প্রদান করত।
রূপদেহের গল্পে এই কাহিনীর
উল্লেখ পাওয়া যায়। বহিরাবাস্ত
নৃত্যশিল্পী এবং সঙ্গীতজ্ঞরা আরও
কিছু গতিশীল হয়ে ওঠে নতুন
রাজবংশের আমলে।
মিশরতত্ত্ববিদেরা এই
মিশরীয়দের আলাদা
পোশাক-পরিচ্ছদ, চুলের ধরন,
এবং নাম দেখে চিনতে
পারতেন। মধ্য রাজবংশ এবং
নব্যরাজবংশের সময়কালে
নতুনশিল্পীর কাগনে পুরুদের
বাদ্যের পরিধান করেন। কিছু
তাদেরকে স্কাফব্রিথ-বহিরাবাস্ত
পরচে দেখা গিয়েছে। নতুন
সাম্রাজ্যে, বহু নতুনশিল্পীর শরীরে
হয়নামান কাপড় রাখত, এবং
প্রায়সময় নিতম্বের উপরিভাগে
কোমরবন্ধ বা স্কাফ পরত।
এছাড়াও আলাদাভাবে শনাক্ত
হওয়ার জন্য তাদের স্বচ্ছ লম্বা
প্রাচীনশিল্পের পরিধানের সম্ভাব ছিল।
প্রাচীন সাম্রাজ্যের নৃত্যশিল্পীরা
তাদের বুকে বর্ণিত কিতা
জড়িয়েই নতুন সাম্রাজ্যের
নতুনশিল্পীরা ফুলের গালবন্ধ,
কানের দুল, এবং সুগন্ধি ব্যবহার
করত। সঙ্গীতের বার্লিপি সম্পর্কে
মিশরীয়দের তেমন কোনো ধারণা
ছিল না। সঙ্গীতের সুর ও রাগ এক
প্রকল্প। মিশরীয়দের কন্ঠের
সঙ্গীতজ্ঞের কাছ বাহিত হতো।
মিশরীয় সুরের একতান সুনতে
কোনো ছিল, সেই সম্পর্কে সঠিক
ধারণা পাওয়া যায় না। তবে
অনুমান করা হয়, বর্তমানের
কন্ঠিক স্তোত্রমালা প্রাচীন
মিশরীয় সঙ্গীত থেকেই এসেছে।
তাই কন্ঠিক স্তোত্রমালার সাথে
মিল রেখে সঙ্গীত বিশারদদের কিছু
কারণে মিশরীয় সুর তৈরি
করাহেঁতেন। প্রাচীন মিশরীয়
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জুড়েই সঙ্গীতজ্ঞের
প্রাচুর্য ছিল। তন্মধ্যে, সবচেয়ে
বেশি মধ্যাল পড়েতা হতো মন্দিরে
করারত সঙ্গীতজ্ঞদের। উৎসবের
সময় মিশরীয় দেবতাদের মূর্তির
সাথে শোভাযাত্রা অংশগ্রহণ করে
নাচ-গানে অংশগ্রহণের পাশাপাশি
বাদ্যযন্ত্র ওজ্ঞাত। তবে মন্দিরে
তাদেরকে এক্ষেত্রে বেশ সত্যত্বতা
অনলব্ধন করতে হতো। তখন
ওজ্ঞাতরা দেবতাদের মূর্তির দিকে
গুণ্ডামারের অবিকার ছিল প্রধান
পুরোহিত ও ফারাওদের। যেহেতু
সঙ্গীতজ্ঞরা দেবতার মূর্তির সামনে
গান বাজনা করত, তাই তাদের
দেব-মূর্তির সামনে চোখ নামিয়ে
রাখতো। কিছু মিশরবিদের
ধারণা, এজন্য হতো মন্দিরের
সঙ্গীতজ্ঞদের অন্ধ করে দেওয়ার
চল ছিল। মিশরীয়রা এই
অন্ধকর্মে পবিত্র হিসেবেই গণ্য
করত। শরীর ও আত্মার
বিস্তৃভতার ক্ষেত্রে তা কোনো
বাহ্য হয়ে দাঁড়াতো। কোনো
বলে তারা ভোলে,
শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের
প্রাচীন মিশরে নীচ চোখে দেখা
হতো না। এমনকি তাদেরকে
এতদ্বারা করে রাখা হয়েছিল,
এমন কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত
পাওয়া যায়নি। হাজার বছর
পূর্বে মিশরীয়দের বাজনা
বাদ্যযন্ত্রগুলোর সাথে এখনকার
বাদ্যযন্ত্রের মিল পাওয়া যায়।
এদের মধ্যে বীণা, বঁশীর
আগমন মিশরের থেকেছিল
মোসোপটেমিয়া থেকে।

মিশরীয় সভ্যতার অনন্য নিদর্শন গিজার গ্রেট পিরামিড

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ মিশ

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ মিশর
শাসকী শুলেই চোপের সামনে
ভাসে ঘেটে পিরামিডের হাল
নীলনদের তীরে সুপ্রাচীনকালে
গড়ে ওঠা মিশরীয় সভ্যতার
অনেকগোড়া অনন্য নিদর্শনের
মধ্যে নিঃসন্দেহে পিরামিড
সমগ্রয়ে বিশ্বায়ক ও রসায়ময়।
প্রায় ৫০০০ বছর ধরে মানুষের
কৌতূহলের শেষে নোহ
পিরামিডকে ঘিরে এমনি
আজকের আধুনিক বিশ্বানের
যুগেও খুঁজে পাওয়া যায়নি
পিরামিডের অনেক রাস্তার কুল
কিনারা। তাই প্রাচীন পৃথিবীর
সমুদ্রাচারের অন্যতম মিশরের
পিরামিডের উপর সাজকরা
হয়েছে আমাদের অজানকা এই
প্রতিবেদনটি প্রাচীন মিশরীয়দের
বর্ষা বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ
অংশ ছিল পরকালে মানুষ। তারা
বিশ্বাস করতেন মৃত্যু হল নম্বর
হবে থেকে পরকালে আদ্যার
স্বস্থানান্তর। সেখানেও একটি ভগ্নত
রয়েছে। সেখানেও প্রয়োজন হল
নাম, দৈল ও রাজা জগতিক
বিষয়াদি। তাই রাজা ও জগতিক
মৃত্যুর পর মৃতদেহের সাথে সাথে
মৃতদেহ দেওয়া হত সিনা, রূপা ও
মূল্যবান রত্নাদি। তাঁদের দেহকে
সরক্ষণ করে হত মমি বানিয়ে এবং
ভাসা করা হত তঁদের দাস
দাসীদের সাথে পরকালে সেবার
অত্যা হত। কিন্তু সমস্যা হল
এই মমি ও অ্যানা মূল্যবান
সামগ্রী একটি নিরাপদ স্থানে
রাখলে চুরি হতে যোগ্যের ভয়
আছে। তাই পিরামিড তৈরিরও
আগে নির্মাণ করা হত ট্রিগ্গারেড
আকৃতির মস্তাবা নামক
সমগ্রী। কিন্তু প্রাচীনকালের রডের
ব্যবহার ছিল না। সেকারণে এই
সমগ্রীকে পিরামিডে বেশি উঁচু বানানো
ছিল সম্ভব। তাই কার্যক্রমে এই
মস্তাবাগুলোর পরিবর্তে স্টেপ
পিরামিডেরে ডিজাইন গৃহীত হত
লাল। এই পেলের মূল কারণ
পিরামিডের জামিতিক গঠন।
সামান্য জানি কোন বিপ্লব
পুরো ওজন তার ভিত্তি উপর
পড়ে। তাই উচ্চতর বটে বিশি
ভিত্তি হতে হতে তখন শক্ত



পিরামিডের ক্ষেত্রল উচ্চতার
সাথে সাথে হ্রাস পেতে থাকে।
পিরামিডের ভিত্তির ক্ষেত্রল
উপরের স্তরেরগুলির চেয়ে বেশি
হওয়ায় এর উপর চাপও পড়ে বহু
সংখ্যে স্থানান্তি শক্তিশালী হয়। তাই
অনেক উচ্চ সমাধি নির্মাণের
একমাত্র রাস্তা ছিল পিরামিড
শে-পির ভিজিনি গ্রন্থে চান।
প্রথম দিকের পিরামিডগুলো ছিল
অসমুখ স্টেপ পিরামিড যেগুলো
পিরামিডের প্রথম তিনটি মহান
রাজবংশের আমলে নির্মাণ হয়ে
ছিল। তৎকালীন রাজবংশের সমাধি থেকে
হওয়ায় এর আরও একটি দার্শনিক
তাত্ত্বিক ছিল। মনে করা হত
পিরামিড গুলো যেন ক্রমেই
মিলিয়ে যাচ্ছে পরজগতের পানে।
পিরামিডের আকৃতিগুলো ছিল
প্রাচীন বিশ্বের পরাইত যারা

ইহাযেচোৎ নামো পরিত্রিত ছিলেন।
এ থেকে নাবো যায় তাঁদের কাজ
খুঁকি আখাখিৎ জগতেই সীমাবদ্ধ
ছিল। বরং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিও
ছিল পুরোহিত কেন্দ্রিক মিশরের
রাজধানী কায়রো থেকে মাত্র ১৩
কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে
অবস্থিত মদ্য নগরী আল গিজা।
এখানে দেখা পাওয়া যায় তিনটি
বড় বড় পিরামিডের। এগুলো হল
যথাক্রমে ফারাও খুফু, তাঁর ছেলে
ফারাও সফ্রেং এবং খফেরের ছেলে
মেলাকাউয়ের পিরামিড। এরা
সবাই ছিলেন মিশরের চতুর্থ
রাজবংশের রাজা তবে এই তিনটি
চো বটেই মিশরের সবচেয়ে
প্রাচীনতম মধ্যে ফারাও খুফুর
পিরামিডটি হল সবচেয়ে উঁচু এবং
আকারে সবচেয়ে বড়। একারণে
ফারাও খুফুর পিরামিডটি গিজার
গ্রেট পিরামিড নামেও বহুল
পরিচিত। এমনকি খ্রিস্ট পূর্ব
ষড়বিংশ শতক থেকে চতুর্থ

মৃত্যুর পর্যন্ত প্রায় সুদীর্ঘ চার হাজার বছর এটিই ছিল মানব সভ্যতার সবচেয়ে উন্নত স্থান। তাই বিশ্ব সহজে অনুমোদন প্রস্তুতি ও প্রচারের প্রাচীনযুগে মিশরীয় সভ্যতা অন্য স্থানগুলোকে চেয়ে কত বেশি অগ্রসর ছিল গির্জার চেয়ে। পিরামিডটি তৈরির সময়কাল ২৫৬৩ থেকে ২৫৪০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত উদ্ভূত ৪৮৫ ফুট দীর্ঘ ও প্রকৃত উচ্চতা ৪৮৫ ফুট। পিরামিডটির ভূমি বাকুজিত এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকেই ৭৬৬ ফুট। পাথরের মড় বড় বড় বড় বানানো এই স্থাপনাটি আসলে কাঁচারে তৈরি করা হয়েছিল সেটা আলাদা গবেষণার কারণে এক বিশেষের ব্যাপার। আরও অবাক করা বিষয়টি হল এর নির্মাণের জন্য প্রাচীন মিশরেই ২০ লক্ষ বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের একেকটি পাথরের চাঁইয়ের খরচ ছিল গড়ে কয়েক টন থেকে

৫ টা। এমনকি কিছু কিছু চাঁদের ভর ৫০ টনেরও বেশি ছিল। চাঁদটি শুনারা বেশির ভাগই ছিল লাইমস্টোন। গুপ্তে মানে অনান্য এই লাইমস্টোনগুলো আনা হত তুরা অঞ্চল থেকে। নীল নদীর পূর্ব তীর থেকে জলপথে নিয়ে আসা হত এগুলো।

কিন্তু দুঃজনক ব্যাপার হল কালের পরিক্রমায় চুরি হয়ে গেছে অনেকগুলো লাইম স্টোনের চাঁদ। যার বেশির ভাগই পরবর্তী সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে কারো শহরের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণে। গিজার পিরামিডের ভেতরতে রয়েছে ডিউটি কক্ষ। একটি বেসমেন্টে বাকি দুটি উপরে। উপরের কক্ষ দুটি ছিল যথাক্রমে রাণী ও রাজার সমাধি কক্ষ। এই কক্ষগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল গ্রানাইটের পাথর দিয়ে। প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দূর থেকে নির্মাণ আসা হয়েছিল সেগুলোর। পিরামিডের ভেতরে ঢোকার

সামুয়াই মুরামাসার অভিশপ্ত তরবারি

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ খ্যাতনা

বিশেষ প্রতিনিধি। খাতনামা তলোয়ারগুলো যেন একেকটা রক্তপঙ্খ চাকাবাগ। অজস্র শোণিতধারা আর বিজয়ের উত্থাপান মেশানো এই তরবারগুলো যুগে যুগে রীতিমতো পৌরাণিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি তলোয়ারের পেছনের গল্পের সাথে বাস্তবতা আর কল্পনায় এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে তাদেরকে আলাদা করে সেখান থেকে সত্যের প্রকৃত নিরাসটুকু খুঁজে বের করা এখন প্রায় অসম্ভব। মাঘের মখে মুখে ফেরা গল্পের মাধ্যমে এমনই এক বিখ্যাত (পদ্ম)কবিতা নিয়ে ওঠা তলোয়ার নামে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন সামুরাই মুরামাসা।

জাপানে তখন চলছিল মুরোমাচির রাজত্ব, সময়টা চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি। সে সময় জাপানে খুব বিখ্যাত একজন তরবার নির্মাতা ছিলেন মাসামুনে, তারই শিষ্য সামুরাই মুরামাসা। অস্মার রুটি এবং অ্যাডলে ওয়েস্টস্টার মুরামাসা সম্পর্কে বলেন, “তিনি ছিলেন খুব দক্ষ একজন তলোয়ার কারিগর, তবে তার মালিক বিকাশগম্ভীর ছাপ ছড়িয়ে পড়ে তার বানানো তরবারগুলোতে। লোকমুখে চলতি আছে, দু’প্রান্ত খুঁজে সুদূরে এই তলোয়ারগুলো এতেটাটাই রক্তপানাস নে দিয়েলো যে যোদ্ধাদের হাতা কিংবা আঘাতহাতা করতে তা দরুন প্রব্রুক করে।” সামুরাই মুরামাসা সেদিকে একজন শিল্পী বলেই খুব একটা ভুল বলা হবে না। তলোয়ার নির্মাণকে তিনি প্রকৃত অর্থেই শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেন। তার বানানো প্রতিটি তলোয়ারই এখন ধারালো ও তীক্ষ্ণ ছিল যে তা যেকোনো যোদ্ধার স্বপ্নের হাতিয়ার হতে পারে।

মুরামাসা প্রতিনিয়ত তার তলোয়ারগুলো পূজা-অর্চনার মাধ্যমে পরিশোধন করতেন। বলা হয়, তিনি এ লৌহ খণ্ডগুলো মারের নিজেদের আত্মা এবং শক্তি সঁপ দিয়েছিলেন। পানির মধ



দিয়ে তববারি চলিয়ে মার দিকার
করকা, পাহাড়ই বন্দে জন্মে গিয়েছে
করকা এ সেই বনে তার কাছের
মুন্সীমায় উপাসনার চেয়ে কোনো
কম ছিল না।

তলেয়ারগুলা নিয়ে মুরামাসা
হয়ে যেতেটিই মেতে উঠেছিল।
তারাতার বাস্তব হতেই তখন ক্রমাবধি
পাল্লা পত্তে থাকে। জাপানের কিবা
তলেলা য় পুরো পৃথিবীর সেরা
কারণ কারিগর হিসেবেই
মুরামাসার পরেই মাসামুনে
মুরামাসার নাম আছে। গুরু
মাসামুনেকে পিছনে ফেলে
হিসেব হিসেবে নিজের জাগা করে নিত
মুরামাসা এনই খুঁচে কিছু
তলেলায় বানাই যে তাদের
বর্ষসায়ক ক্ষমতাবলে একসময়
মুরামাসার নিজেই পুরোপুরি পালব হয়ে
উঠেন রক্তের নেশায়। পরবর্তীতে
মুরামাসার তলেয়ার যখন যায়
কাছে গেছে, তাকেই মুরামাসার
মতো রক্তপিপাসু বানিয়ে আত্মহতা
পর্যন্ত করত বাধা
কাজে যোগে। জাপানের উপকথা থেকে
জানায় য়, মুরামাসা একবার থাকে
গুরু মাসামুনে'কে তলেয়ার
মুরামাসার প্রতিযোগিতা অংশ
করবার চ্যালেঞ্জ দিয়ে। এই
প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কে দেশের
সেরা তলেয়ার নির্মাতা তা নির্ণয়
করাই হত। দুজনেই তাদের বাবা
তলেয়ার নিয়ে ময়দানে হজির

হয়ে। এবার পালা তরলায়ার ক্ষমতা বিচারের।

প্রতিযোগিতার সারমর্ম অনেকটা এমন ছিল যে বিজয়ীর তলোয়ার এতটা ধারালো হতে হবে যাতে বর্গার মাথা দিয়ে তলোয়ার চালানো বর্গার স্রোত গতিপথ বদলাতে বাধ্য হয়। দুজনের তলোয়ার পুরীসাকার করার সময় খোঁগা গেল মুরামাসার তলোয়ারের প্রান্ত এতটাই তীক্ষ্ণ ও ধারালো যে তা যার মাথায় দিয়ে চালানো হচ্ছে তা-ই ভেদ করে চলে যাচ্ছে। দাঁদীর স্রোত, গাধের কপা, বাতাসের মতো ভেসে থাকা ফুলের গুঁে়ে কিছুই বাদ যাচ্ছে না। অপরদিকে মাসামুনের তলোয়ারের সেখানে খুব বেশি ক্যালকিরিত দেখাতে পারল না। অথচ ফলফলি ঘোষণার সময় মাসামুনেরকে বিজয়ী ঘোষণা হল। হেলে চমকে যায় উদ্ভিষ্ট সবাই। যেহেতু মুরামাসার তলোয়ারে চাপও রক্তপিপাসু আর নির্বিচারে সবকিছু বধ করছিল যেখানে মাসামুনের তলোয়ার প্রয়োজ্য ছাড়া একটা এক্তি বস্তুকে আঘাত করেনি, সেই বিচারে মাসামুনেরকেই এই প্রতিযোগিতার বিজয়ী হিসেবে ভূষিত করা হয়। তবু মানেইর দিক থেকে মাসামুনের তলোয়ার যে মুরামাসার তলোয়ারের চেয়ে ভালো ছিল না তার বড় প্রমাণ পরবর্তী ২০০ বছর ধরে মুরামাসার তলোয়ারের ভুল

মনপ্রিয় তা। প্রতিবেগিতাটি
হাস্যশীল হৈছে গাওয়া ইয়েসুসকৃত
শাসনশালাই তোমার, যিনি লিখিত
জপানের প্রথম শব্দ বা কাকাজি
ইনচীফ, পক্ষপাতবিহীন ফলে হেরে
যায় মুরাসান। ঠিক যেন তার
প্রতিশ্রুতি নিয়েই শুধুরে বাবা
মানুষইহা বিরোধিতা এবং দান
মাংসদাহী কিয়েয়াসু উডয়েই
রসযাজ্ঞনভাবে এই তলোয়ারে
দ্বারা নিহত হন। এমনকি শুধু
নিয়েও অস্ত্র প্রদানকার প্রশিক্ষক
দিতো গিয়ে দুর্হোনাক্রমে বক
জেনোরেলের হাতে মুরাসান
তলোয়ারের আঘাতে শাসন
তারপর ক্ষেপে শুধু নপরিবার
এই অভিশপ্ত তরবার নিয়ে
জিম্মায় রাখার সারস ধোয়নি
অবস্থা এমন দাড়িয়েছিল
তলোয়ার তরবার যিহা কাছে
রুমাবে তানে জনাও শাস্তির ব্যস্ত
কর্তব্য থায়েহয়নি রাজপরিবার
কখনো তরবারের মালিকান
নিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে
এখন সত্যিকারের মুরাসান
তরবারগুলো কোথায় আছে ত
চিহ্নিত করা মুশকিল। শেষবারের
মতো তরবারটি দেখা গিয়েছে
এভাবে সময়েই শিপ্তো পণ্ডিত
মাংসুসুয়োক মাসানো তার
ক্ষেত্রকজন সঙ্গীহ মুরাসান
তরবারটি একবার দেখায়
সৌভাগ্য অর্জন করেন। তারের

ভাষ্যমতে, রাজা আকিহিতার
দরবারে খাপ বদলানোর সময় এক
বলক তরবারটি দেখেই তারা
চিনতে পারেন এটি মুরামাসার সেই
বিখ্যাত তরবার। তবে মজার
কথাবার হলো মুরামাসা তরবার যারা
দেখে ফেলেন তাদের কপালেও
জোটে দুর্ভাগ্যের ফাঁদ। সেদিন
দরবারে যারা যারা মুরামাসা
তরবার দেখেছিলেন রাতের মধ্যে
সবাই ভয়ঙ্কর অসুস্থ হয়ে পড়ে আ
সবাক্রম মরণে মারা যান। একটু
বেশী সময় বঁচে থাকা মানুষেরা
ঘটনাস্থিতি সবচেয়ে জানিয়ে যান।
এটি ছিল ১৯৮৯ সালের ঘটনা।
তারপর থেকে আর হিদসি মেলেনি
মুরামাসার তরবারের জাপানি
গুণমাধ্যমে প্রায়ই মুরামাসার
তরবারকে মাসামুনের তরবার
নামে মিলিয়ে ফেলা হয়। মাসামুনের
নির্মিত তরবারের নাম হ'লোজ
মাসামুনে। ব্রিটিশকে দিক থেকে
এই তরবারটিও সর্বকালের সেরা
তরবারের একটি হিসেবে বিবেচিত
হয়। সুদূরতম ধার এবং কারুকায়ের
জন্য এই তরবারি বিশেষভাবে
সমাদৃত। 'হনজো মাসামুনে' নামটি
এসেছে হনজো শিগেনোগা নামটি
থেকে। হনজো ছিলো যোড়শ
শতাব্দীর উৎসবগি ক্রানের যার
বিখ্যাত দলোপন, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা
হিসেবে জনপ্রিয় খ্যাতি আছে তারা
একবার এক যুদ্ধে উমানোসুকে

মুন্সে আরেক বিখ্যাত যোদ্ধা আক্রমণে হাজারের শিরশ্রাণ ছিড়ে যান। নিজের প্রাণ বাঁজি রেখে সে যুদ্ধে জয়ী হওয়া হনজাকে পুরস্কার হিসেবে একটু তলোয়ার তাল দান করেন। এই তরবারটিও এর আগে জানেন না। বিখ্যাত যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে বল। জানা। আসলে হনজাকে উপহার দেয়া এই তরবারটি ছিল ‘হনজে মাসামুনে’। অর্থাভাবে পড় এক সমস্ত তরবারটি বিক্রি করেই বাহা হন হনজে। তারপর থেকে বাহা থেকে হাতে ঘুরতে থাকে বিখ্যাত এই তরবার। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিক নিমিট এই তলোয়ারটিকে ১৯৩৯ সালে জাপানের জাতীয় সন্ধান হিসেবে যোশো কানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সার্জেট কোন্ডি বাইমোর নামে এক ব্যক্তি জাপান থেকে তরবারটি এখান বহে যান। জাপান থেকেও বহে আসলে যাঁরা পাওয়া যায়, কিন্তু কোর্ডেই বই আসলে এমন কোনো তথ্যের যথার্থ প্রমাণ না পাওয়া তরবারটি হতাছাড়া হয়ে যায় জাপানের। জাপানের হারিয়ে যাওয়া বিখ্যাত তরবারগুলোর মধ্যে ‘হনজে মাসামুনে’ এবং ‘মুরামাসা’ দুটোরই নাম। আর দুটি তরবার প্রায় একই সময়ের। তৈরি বলে তথ্যেও দিক থেকে প্রায় ভুল করে বলে গণ্যমান্য থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ মুরামাসার তলোয়ারগুলো খানেক চোকানোর আগে প্রতিদিন একবার রক্ত দিয়ে মান কানেন হতে সেগুলো। সেই ধারা মনে যখন তার মালিকানা হাববল হতো, তখন সে মালিকের রক্তে যুদ্ধের জগিত রক্তেও রক্তোৎসাহ করত না। জাপানের ইত্যেসেই সে শয়তানের অভিশপ্ত তরবারি হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে। সামুই মুরামাসার তলোয়ারও। ভিডিও গেম, অ্যানিমে এমনকি মারোভের জগতেও কিবেরদ্বি হনজে এখনও বীরপদে বিরাজ করছে মুরামাসার তলোয়ার। আমরা জানি না মুরামাসার তরবারটি আসলে অভিশপ্ত কিবা রক্তপিশাচ ছিল কি না, তবে রহস্যে ঘেরা এই তরবারি আমাদের মনে যে কোঁহালের পৃথিবী করে সেটি মারামারি বাচিয়ে রাখবে আজীবন।

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

TRIPURA BHABISHYAT, MONDAY, 17th APRIL, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, সোমবার, ১৭ এপ্রিল, ২০২৩ ইং, তরা বৈশাখ, ১৪৩০ বাং

গোয়ালপাড়ায় যাত্রীবাহী বাস থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণের বিস্ফোরক



গোয়ালপাড়া (অসম), ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাইয়ে যাত্রীবাহী ‘রাজধানী এক্সপ্রেস’ নামের একটি বাস থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণের বিস্ফোরক। এর সঙ্গে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে কৃষ্ণাই থানার পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আজ

(রবিবার) এসএস ২৫ এসি ৫৪৭৫ নম্বরের ‘রাজধানী এক্সপ্রেস’ নামের একটি যাত্রীবাহী বাসে তালশি চালিয়ে মোট ১,১৬২টি জিলেটিন স্টিক এবং ৯৯৮টি ডেটোনেটর উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলি মেঘালয়ের খাসিপাহাড়ের লটুমবাড়ি এবং অসমের হাটশিঙিমারি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। পুলিশ অফিসার জানান, বিস্ফোরক পাচারের

অভিযোগে বাসের এক যাত্রী মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড়ের রাজাবালার বাসিন্দা জৈনক আব্দুল মালেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানান, আব্দুল মালেক কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া, বিস্ফোরক পাচারের ঘটনায় পরবর্তী ইনপুট উদ্ধার করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

শাহের অভিযোগের পালটা সভা করে আজ জবাব দেবে তৃণমূল

সিউডি, ১৬ এপ্রিল(হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি ও আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে আজ রবিবার বিশাল জনসভা সিউডি ইরিগেশন কলোনির মাঠে ন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। থাকার কথা বিধায়ক সোহমের। এর পাশাপাশি থাকবেন রাজ্যের ও বীরভূম জেলা তৃণমূল নেতৃত্বদ। গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল নেতৃত্ব ঠিক করে বীরভূমের

সিউডিতে অমিত শাহের পাল্টা সভা করা হবে। এদিনের জনসভায় উপস্থিত থাকার জন্য বীরভূম সাংগঠনিক জেলা থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। তিনিও জানান, পাল্টা সভার কথা। সভায় যাতে অমিত শাহের জনসমাবেশের থেকে লোক জমায়েত বেশি হয়, তার জন্য দাঁত কামড়ে নেমেছে তৃণমূল। ওইদিনই অমিত শাহের ভাষণের পরপরই তৃণমূল নেতৃত্ব পাল্টা

প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করে। বিশেষত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেককে নিশানা করার তেড়েফুঁড়ে উঠেছেন তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা।

তৃণমূল নেত্রী শশী পাঁজা বলেন, আমাদের দল বঞ্চনার যে প্রশংসি তুলছে, তার একটিরও জবাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেননি। ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে রাজ্যের দাবিতেও নিরুত্তর ছিলেন অমিত শাহ।

অসম ছেড়ে পালানোর সময় গ্রেফতার মালিগাঁও হত্যা-মামলার মূল আসামি



গোয়ালপাড়া (অসম), ১৬ এপ্রিল (হি.স.): অসম ছেড়ে বহিঃরাজ্যে পালানোর সময় গ্রেফতার করা হয়েছে গুয়াহাটীর মালিগাঁও হত্যা-মামলার মূল আসামিকে। চাক্ষু্যকর মালিগাঁও বিহতলি হত্যা-মামলার মূল অভিযুক্তকে আজ ধুবড়ী জেলার গৌরীপুর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে রবিউল আলি বলে পুলিশ শনাক্ত করেছে।

গতকাল পয়লা বৈশাখের দিন মালিগাঁওয়ে

রেলওয়ে স্টেডিয়ামের কাছে বিহতলিতে গায়ক ভুও কাশ্যপের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কোনও বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটির পর জৈনক শ্রীমন্ত তালুকদারকে ছুরিকাঘাত করেছিল অজ্ঞাত পরিচয় দুর্বৃত্ত। ছুরিকাঘাতের পর শ্রীমন্তকে নিয়ে যাওয়া হয় গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু মেডিক্যালের ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওই ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ জানতে পারে রবিউল আলি নামের অভিযুক্ত

অপরাধ করে রাজা থেকে পালিয়ে গৌরীপুর হয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আজ সকালে সে গৌরীপুরে পৌঁছেছে বলে গোপন খবর পায় পুলিশ। সে অনুযায়ী গোলাকগঞ্জ থানার ওসি প্রণব কুমার ডেকার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল গোলকগঞ্জের নন্দনীরপাড়ে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত খুনি-যুবক গোলকগঞ্জ পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

পুকুরে ছোড়া একটি মোবাইল পেল সিবিআই, তিন দিনের মাথায় উদ্ধার

বড়ুয়া, ১৬ এপ্রিল(হি.স.): বড়ুয়ার তৃণমূল বিধায়কের পুকুরে ছুড়ে ফেলা একটি মোবাইল উদ্ধার করল সিবিআই। তিন দিন তল্লাশি অভিযান চালানোর পর অবশেষে মোবাইলটি পাওয়া গিয়েছে। রবিবার সকালে জীবনকৃষ্ণের একটি মোবাইল ফোন পুকুরের জল ছেঁচে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। টানা ৩২ ঘণ্টার তল্লাশির পর মোবাইলটি হাতে পেয়েছে সিবিআই। সুত্রের খবর, তার পরেই

বিধায়ককে বাড়ির ছাদে নিয়ে যান গোয়েন্দারা। আগের দিন সিবিআইকে দেখে তিনি যা যা করে দেখাতে বলা হয়। উদ্ধার হওয়া মোবাইলটি দেখিয়ে সেটি তাঁরই ছুড়ে ফেলা মোবাইল কি না, তা-ও জানতে চান গোয়েন্দারা। মোবাইলটি তিনি শনাক্ত করেছেন। গোটা প্রক্রিয়ার

ভিডিওগ্রাফি করা হয়। সেই সংক্রান্ত নথিতে স্বাক্ষরও করানো হয়েছে জীবনকৃষ্ণকে দিয়ে। তৃণমূল বিধায়কের একটি মোবাইল পুকুর থেকে উদ্ধার করা গেলেও দ্বিতীয় মোবাইলটির খোঁজে এখনও তল্লাশি জারি আছে। সিবিআইয়ের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ উদ্ধার হওয়া মোবাইলটি খতিয়ে দেখছেন। তা থেকে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টাও করা হচ্ছে। পুকুরটি ঘিরে রেখেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

মাথাভাঙ্গা শহর পরিক্রমা করে বেলুড় মঠের শাস্বত ভারত রথ

মাথাভাঙ্গা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : বেলুড় মঠের শাস্বত ভারত রথ রবিবার সকালে মাথাভাঙ্গা শহর পরিক্রমা করে। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ২০১৩ সাল থেকে ভারত পরিক্রমা করা রথটি শনিবারই মাথাভাঙ্গা শহরের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাসদনে এসে পৌছায়। রথটিকে মাথাভাঙ্গা শহরে স্বাগত জানায় মাথাভাঙ্গা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসদনের সদস্য ও ভক্তরা। সেবা সদনের সম্পাদক সুধাংশু দাস বলেন, ২০১৩ সালে বেলুড় মঠের উদ্যোগে স্বামীজির ভাবধারা গোটা দেশে ছড়িয়ে দিতে রথটি পরিক্রমা শুরু হয়। রথটি এবছর গোটা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা পরিক্রমা করে শনিবার ফালগুণী হয়ে মাথাভাঙ্গা শহরে পৌছায়। রবিবার শহরের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবা সদন থেকে সুসজ্জিত রথটিকে নিয়ে শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। বর্তমান সময়ে যুব সমাজকে সঠিক দিশা দেখাতে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। এদিন শোভাযাত্রা শেষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সদনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সমাসী প্রভলানন্দজি মহারাজ ও সুদীপ মহারাজ।

কেজরির বাড়িতে আপের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক, দিল্লিতে আটক বহু বিক্ষোভরত কর্মী

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আজ সিবিআই-এর সামনে হাজিরা দেবেন। সিবিআই দফতরে হাজিরা দেওয়ার ঠিক আগে নিজ বাসভবনের সামনে দাড়িয়ে এভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার সকালেই এক ভিডিও বার্তায় বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোথনা করার পর ফের মুম্বর দিল্লির আবগারি দুর্নীতিতে তলবপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, দেশবিরোধী শক্তি ভারতের মঙ্গল না চাইলেও দেশ এগিয়ে যাবে। এদিন সকালেই সিবিআই দফতরে যাওয়ার আগে দলের উচ্চপদস্থ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেজরি। তাঁর বাড়িতে ডাকা আম আদমি পার্টির ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মন্ত্রী আতিশী, কেলাস গাহলট, রাজকুমার আনন্দ, গোপাল রাই, ইমরান খসেন প্রমুখ। অন্যদিকে, কেজরির সিবিআই দফতরে হাজিরার প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান আপ সমর্থকরা। কান্দীর গেটের কাছে পুলিশ তাঁদের অনেককে আটক করেছে।

আমরা বাপুর দেখানো পথেই আছি, রাজঘাটে বললেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : আজ সিবিআই-এর সামনে হাজির হওয়ার আগে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থল রাজঘাটে যান আম আদমি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এদিন ভাইতারা তিনি বলেছেন, তিনি রাজঘাটে এসে বাপুর আশীর্বাদ নিয়েছেন। আমরা বাপুর দেখানো পথেই আছি। আমরা অন্যান্য-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যের পথে আছি। শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হবে। তাঁ সঙ্গে ছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এবং সাংসদ সঞ্জয় সিং ছাড়াও দলের অন্যান্য নেতারাও। সিবিআই অফিসে পৌঁছানোর আগে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, বিজেপির লোকেরা বলছে যে তাকে গ্রেফতার করা হবে। অন্যদিকে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ করছেন দলীয় কর্মীরা। দলের বিধায়ক নরেশ বালিয়ান এবং প্রবীণ কুমারকে বিক্ষোভের মধ্যে পুলিশ আটক করেছে।

সুদানে এক ভারতীয়র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : সুদানে ক্ষমতার লড়াই নিয়ে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে হিংসার অচলবস্থার মধ্যে শনিবার সুদানে কর্মরত এক ভারতীয় নাগরিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সুদানে ভারতীয় দূতাবাস এ তথ্য জানিয়েছে। বিদেশ মন্ত্রী ডাঃ এস জয়শঙ্কর ভারতীয়া তথ্য দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সুদানে ভারতীয় দূতাবাস একটি বিবৃতিতে বলেছে, সুদানে ডিএএল গ্রুপের জন্য কাজ করা একজন ভারতীয় নাগরিক আলবার্ট অগাস্টিন গুত্রবার গুলিবদ্ধ হন এবং শনিবার তিনি মারা যান। বিদেশ মন্ত্রী টুইট করেছেন, সুদানের রাজধানী খার্তুমে একজন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি গভীরভাবে দুঃখিত। ভারতীয় দূতাবাস তার পরিবারকে সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা করছে। খার্তুমের পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। আমরা উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ করছি।

কেজরিওয়াল সকাল ১১টায় সিবিআই দফতরে, নিরাপত্তা জোরদার দফতরের বাইরে

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আজ সিবিআই-এর সামনে হাজিরা দেবেন। সকাল ১১টায় সিবিআই সদর দফতরে পৌঁছবেন তিনি। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানও তাঁর সঙ্গে থাকবেন। এদিকে, সিবিআই সদর দফতর এবং রাউজ অ্যাডিনিউতে আম আদমি পার্টি অফিসের বাইরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কেজরিওয়াল সিবিআই সদর দফতরে যাওয়ার আগে দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ এবং পঞ্জাব বিধানসভার পিপকার কুলতার সিং সন্ধাওয়ান তাঁর সাথে দেখা করতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছান।

এদিকে সিবিআই সমন পাঠানোর পর রাজনীতিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে। আম আদমি পার্টিও আজ বিক্ষোভের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পুলিশের মতে, সিবিআই সদর দফতরের বাইরে আধাসামরিক বাহিনী এবং দিল্লি পুলিশের কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এলাকায় হৌজদারি কার্যবিধির ১৪৪ ধারা কার্যকর করা হয়েছে। আম আদমি পার্টি অফিস এবং সিবিআই সদর দফতরের কাছেও রাস্তা অবরোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত মাসে এই মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মঞ্জী সিঙ্গোয়াকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক

দেহরাদুন, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে রবিবার দ্বিতীয় দিনে তরুণদের পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করার মতো অনেক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। রবিবার দুই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকের শেষ দিনে আরএসএস সহ সরকার্যবাহ মুকুন্দ আরসি বিশেষভাবে অংশ নিচ্ছেন। বৈঠকে যোগ দিতে উত্তরাখণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেদ সিং রাওয়াতও পৌঁছবেন। এই বৈঠকে আগামী বছরগুলোতে পরিবেশ রক্ষার মতো বিষয়ে তরুণদের যুক্ত করার কথা ভাবা হবে। দেশের সংবেদনশীল বিষয়ের সঙ্গে স্কুল-কলেজের তরুণদের যুক্ত করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। দুই দিনব্যাপী এই



কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পাস হবে। সন্ধ্যায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষ হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জাতীয় সভাপতি ডঃ রাজশরণ শাহী,

জাতীয় সাধারণ সম্পাদক যাক্বব্বা শুক্লা, জাতীয় সংগঠন মন্ত্রী আশীষ চৌহান, ডাঃ রমাকান্ত শ্রীবাস্তব, অজয় মোহন সেমওয়াল, খবাব রাওয়াত, হানি সিনোদিয়া, বিকাশ তমতা প্রমুখ।

শান্তি বজায় রাখার জন্য জনগণের কাছে আবেদন মুখ্যমন্ত্রী যোগীর



লখনউ, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : শনিবার রাতে প্রয়াগরাজে কুখ্যাত মাফিয়া আতিক আহমেদ এবং তার ভাই আশরাফ আহমেদকে গুলি করে হত্যা করার পরে উত্তরপ্রদেশ সরকার রবিবার ৭৫ জেলায় নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ (১৪৪ ধারা) জারি করেছে। রাজ্যের সংবেদনশীল শহরগুলিতে পুলিশ কড়া নজর রাখছে। নেওয়া হচ্ছে বিশেষ সতর্কতা। এদিকে জনগণকে গুজবে কান না দিতে

এবং শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। আজ সকালে প্রয়াগরাজে ফ্ল্যাগমার্চ করেছে পুলিশ। মাউ, মথুরা, কানপুর, অযোধ্যা, বান্দা এবং লখনউতে পুলিশ রাতে বেশ কয়েকবার ফ্ল্যাগ মার্চ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আজ তাঁর সমস্ত অনুষ্ঠান স্থগিত করেছেন। তিনি

প্রতিনিয়ত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। পুলিশের বিশেষ মহাপরিচালক (আইন শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার বলেন, যারা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আতিক-আশরাফ হত্যা মামলার তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনজনকেই প্রয়াগরাজে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

ক্যানিংয়ে পাওনা টাকা চাইতেই আক্রান্ত যুবক, ভর্তি হাসপাতালে

ক্যানিং, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : ক্যানিংয়ে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন যুবক। শনিবার রাত্রিবেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার তালদি পঞ্চায়েতের আঁলা দাসপাড়া এলাকার ঘটনা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাক্ষু্য হুড়িয়েছে এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন কিশোর দাস নামে ওই যুবক। জানা গেছে, স্থানীয় আঁথলা গ্রামের যুবক রবি দাস। প্রায় দু’বছর আগে প্রতিবেশী যুবক কিশোর দাসের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা ধার

নিয়েছিলেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন হলেও সেই টাকা শোধ দিচ্ছিলেন না। শনিবার রাতে পাড়ার একটি দোকানে সাক্ষাৎ হয় কিশোরের সঙ্গে। সেই সময় কিশোর পাওনা টাকা চেয়ে বসেন কিশোর। অভিযোগ, এরপর অস্ত্রলিভাষায় গালিগালাজ করে রবি। এখানেই শেষ নয়, রবি তার দুই ভাই রাজা ও রাহুল দাসকে ডেকে নিয়ে আসে। তার পর কিশোরকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ ওঠে তাদের বিরুদ্ধে। এই মারধরের ফলে ওই কিশোরের বা

দিকের চোখের নীচে মাঝাকৃ ক্ষত হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মর্টিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। অন্যান্য প্রতিবেশীরাই আক্রান্ত যুবককে রক্তাক্ত অবস্থা উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

আক্রান্ত ওই যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আতিক-আশরাফ হত্যা মামলার তদন্ত করবে জুডিশিয়াল কমিশন



লখনউ, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : মাফিয়া আতিক আহমেদ ও তার ভাই আশরাফ হত্যার তদন্ত করবে বিচার বিভাগীয় কমিশন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শনিবার গভীর রাতে শীর্ষ কর্তৃদেষ্টা সাথে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই গণহত্যার পরে উদ্ধৃত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা

করেছেন। তিনি হত্যা মামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেন। এই কমিশনে তিনজন সদস্য থাকবেন।

আতিক ও আশরাফের নিরাপত্তায় নিয়োজিত ১৭ পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রিপাল সেক্রেটারি (স্বরাষ্ট্র) সঞ্জয় প্রসাদকে

রাতেই প্রয়াগরাজ পাঠানো হয়েছে। প্রয়াগরাজ সহ সমগ্র রাজ্যে নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ (ধারা ১৪৪) কার্যকর করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রয়াগরাজের ক্যালভিনি হাসপাতালের কাছে আতিক ও আশরাফকে তিনজন গুলি করে হত্যা করে।

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ

TRIPURA BHABISHYAT, MONDAY, 17th APRIL, 2023

ত্রিপুরা ভবিষ্যৎ, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, সোমবার, ১৭ এপ্রিল, ২০২৩ ইং, ওরা বৈশাখ, ১৪৩০ বাং



ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন আবশ্যিক : সাংবাদিক সম্মেলনে প্রত্যেকের দাবি



ক্রীড়া প্রতিনিধি রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা, নাম ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। বৈধতা, অনুমোদন সব রয়েছে এই সংস্থার। অথচ ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে এই নামটি মুছে গেছে প্রায় ১০-১২ বছর আগে। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর রয়েছে, তৎকালীন সময়ে এফিলিয়েশন ফি জমা করার যে বিষয়টা ছিল তা যেমন থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তেমনই ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের

সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার বিষয়টিও উবে গেছিল তখন। ঠিক এই সুযোগে ত্রিপুরা থেকে নাম লিখিয়ে নিয়েছে ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। দ্বন্দ্ব শুরু তখন থেকেই। নামে বেনামে বেশ কটি সংস্থার নাম জুগিয়ে আনৈতিক সংস্থা সারা দেশ জুড়ে একাধিক জাতীয় আসরগুলোতে ত্রিপুরার নাম ব্যবহার করে দীর্ঘদিন যে রাজ চালিয়েছে, এখন রাজ্যজুড়ে তারই বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ সর্বত্র। ইতোমধ্যে এ

নিয়ে অনেকে, এমনকি রাজ্য সরকারও আইন-আদালতের আশ্রয় নিয়েছে। রবিবার ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন বৈঠকে বসেছিল রাজ্যের ৩৪ টি ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে। ৯৬ জন ক্রীড়া সংগঠক একযোগে, এক বাক্যে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন, বলতে চাইছেন ত্রিপুরার ক্রীড়া জগতকে বাঁচানোর লক্ষ্যে যেন তেন প্রকারে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন পুনর্বহাল করতে হবে। বাতিল

করতে হবে আনৈতিক সংস্থাকে। সারা দেশ জুড়ে জাতীয় আসরগুলোতে ত্রিপুরার প্রকৃত খেলোয়াড়দের স্থান করে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। নিকলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দ যথা চোয়ারম্যান রতন সাহা এরথা জানান। এছাড়া সচিব সুজিত রায়, সহ সভাপতি স্বপন সাহা, বিশেষ নন্দী এছাড়া, চন্দন সেন, তাপস ভোমিক, চন্দন দেব, লিটন রায় প্রমুখ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

অমরপুরে দাপট চিরঞ্জীত, রিয়াজের জয় অব্যাহত রাখলো ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি অমরপুর, ১৬ এপ্রিল চিরঞ্জীত দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এবং রিয়াজ উদ্দিনের অর্ধশতরানের জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব। পর পর দুই ম্যাচে জয়লাভ করে গ্রুপের শীর্ষে রইলো ওই ক্লাব। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব ৬৭ রানে পরাজিত করে বয়াখা বাকসা ক্লাবকে। বিজয়ী দলের চিরঞ্জীত দাস প্রথমে ব্যাট হাতে ১৭ রান করার পর বল হাতে ৪ উইকেট নিয়ে দলের জয়ের বড় ভূমিকা নেন। এছাড়া রিয়াজ উদ্দিন করেন ৫০ রান। রবিবার সকালে টেসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব ২৯ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৮০ রান করে। দলের পক্ষে রিয়াজ উদ্দিন ৩১ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং বিশ্বজিৎ জমাতিয়া ৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৯ রান। ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাবের পক্ষে চিরঞ্জীত এবং কমল ছাড়া সুরত চক্রবর্তী (২/১৪) সফল বোলার।

অনূর্ধ্ব-১৭ দাবা রাজ্য সেরা আর্শিয়া



ক্রীড়া প্রতিনিধি প্রত্যাশিতভাবেই রাজ্য সেরা হলো বিশ্বয় বালিকা আর্শিয়া দাস। দুদিনের আসর হলেও দাবাড়ুদের স্বল্পতার জন্য ১ দিনেই বালিকাদের আসর শেষ করতে বাধ্য হলো রাজ্য দাবা সংস্থা। মাত্র ৬ জন বালিকা দাবাড়ু অংশ নিলো অনূর্ধ্ব-১৭ আসরে। ৩ রাউন্ডের আসরে পুরো ৩ পয়েন্ট পেয়ে রাজ্য সেরার শিরোপা দখল করলো আর্শিয়া দাস। ২ পয়েন্ট পেয়ে একান্তিকা সরকার দ্বিতীয় এবং দেউ পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করে যথাক্রমে অদ্বিজা দেবনাথ ও সমৃদ্ধি ঘোষ। এদিকে বালক বিভাগে অংশ নেয় মাত্র ১২ জন দাবাড়ু। বালক বিভাগে হবে ৪ রাউন্ডের খেলা। প্রথম দিনে ৩ রাউন্ডের খেলা শেষ হয়। সংবাদ লিখা পর্যন্ত খেলা চলছে। এগিয়ে রয়েছে শীর্ষবাহাই দাবাড়ু-রাই।

ভগবান কোবরা পাড়া স্কুল মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অন্যান্য বারের মতো এবারও ভিশন মডেল গ্রামের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি জিরানীয়াস্থিত ভগবান কোবরা পাড়া এস.বি স্কুল মাঠে আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ছোটদের সোজা দৌড়, বিস্কুট দৌড়, বস্তা বেঁধে দৌড়, মেয়েদের মুক্কা কুড়ানো দৌড়, লং জাম্প, স্ক্রিপিং, বড়দের ১৬০০ মিটার দৌড়, পুরুষদের দড়ি টানাটানি, মহিলাদের মিউজিক্যাল বল ইত্যাদি প্রতিযোগিতা ঘিরে দিনভর বেশ উৎসাহ ও আনন্দ আমেজ

তৈরি হয়েছিল। শুরুতে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে জাতীয় অ্যাথলেট মিটালী দেবনাথ, বাপি সাহা, ভিশন মডেল গ্রাম-এর সদস্য বিক্রম দাস এবং নগর পঞ্চায়েতের বিশিষ্ট বাজিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষে মাঠেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রতিবছর এই ক্রীড়া অনুষ্ঠান জারি রাখার আশা ব্যক্ত করেন।

সমীরণ স্মৃতি ঘরোয়া টি-২০ দুই মাঠে চারটি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি আসর এখন জমজমাট পর্যায়ে। ইতোমধ্যে গ্রুপ-এ থেকে তিনটি দল স্কুলিঙ্গ, রাডমাউথ এবং কসমোপলিটন ক্লাব মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। চতুর্থ কোর্নদল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে তা নির্ভর করছে আগামী দুদিনের আরও চারটি ম্যাচের ফলাফলের উপর। অপরদিকে গ্রুপ-বি থেকেও দুটি দল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং জেসিফি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। পরবর্তী দুটি দলের নিশ্চয়তার জন্য অবশ্যই আগামী দুদিনের

আরও চারটি ম্যাচের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে। আগামীকাল টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ফের ৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দুই দিন বন্ধ থাকার পর আগামীকাল আবার ৪টি ম্যাচ। এম বি বি স্টেডিয়ামে সকাল ৯ টায় সংহতি খেলবে কসমোপলিটন ক্লাবের বিরুদ্ধে। দুপুর সোয়া একটায় গুপ্ত প্লে সেন্টার (ওপিসি) এবং বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব (বিসিসি) পরস্পরের মুখোমুখি হবে। নরসিংগড় পুলিট ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল ৯ টায়

জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব (জেসিসি) খেলবে শতদল সংঘের বিরুদ্ধে। দুপুর সোয়া একটায় রাড মাউথ ও ইউনাইটেড বিএসটি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, রবিবারে সবকটি দলের খেলোয়াড়রাই হালকা প্র্যাকটিস করে নিয়েছে। তুলনামূলক বিচারে গ্রুপ-এ থেকে ইউনাইটেড বিএসটি এবং গ্রুপ-বি থেকে বিসিসি ও ওপিসি-র ম্যাচগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মূলপর্বের লক্ষ্যে এগুতে হলে তাদের সামনে আগামীকালের ম্যাচে জয়ের কোনও বিকল্প নেই।



ক্রীড়া প্রতিনিধি হলো রেফারি এবং বিচারকদের সেমিনার। ত্রিপুরা স্পোর্টস মিক্সড মার্শাল আর্ট সংস্থার। বাধারহাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলার রেফারি ও বিচারকরা। ওই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যার্যাটে সংস্থার সচিব কৃষ্ণ সুপ্রধর, ত্রিপুরা স্পোর্টস মিক্সড মার্শাল আর্ট সংস্থার টেকনিক্যাল ডিরেক্টর রায়মন বমচের, চক্রান্ত দেববর্মা এবং যুগ্ম সচিব শ্যামলি দেববর্মা। ওই খেলার আধুনিক নিয়ম কানুন নিয়ে জেলা থেকে আসা রেফারি এবং বিচারকদের জানানো হয় সেমিনারে। রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে এখবর জানানো হয়।

রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট শুরু ২২ শে সদর 'এ' এবং 'বি' দলের প্রস্তুতি শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি উদ্বোধনী দিনে হবে ৬ টি ম্যাচ। ড: বি আর আশেকদর স্কুল মাঠে সকাল সাড়ে ৮ টায় সদর 'এ' খেলবে ধর্মনগরের বিরুদ্ধে, দুপুর সাড়ে ১২ টায় বিলোনিয়া খেলবে লংতরাইতালি মহকুমার বিরুদ্ধে, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে সকাল সাড়ে ৮টায় বিশালগড় খেলবে সারাম মহকুমার বিরুদ্ধে, দুপুর সাড়ে ১২ টায় তেলিয়ামুড়া খেলবে উদয়পুর মহকুমা বিরুদ্ধে, নিপোনি মাঠে সকাল সাড়ে ৮ টায় শান্তিরবাজার খেলবে কমলপুর মহকুমার বিরুদ্ধে ও এবং দুপুর সাড়ে ১২ টায় মোহনপুর খেলবে খোয়াই মহকুমার বিরুদ্ধে। ২২ এপ্রিল থেকে শুরু হবে রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের টি-২০

আসর। ১৪ টি মহকুমাকে ৪ টি গ্রুপে রাখা হয়েছে: সদর 'এ', ধর্মনগর, বিলোনিয়া, লংতরাইতালি, খোয়াই, সদর 'বি' (সি'গ্রুপ), শান্তিরবাজার, কৈলাসহর, কমলপুর (বি' গ্রুপ), মোহনপুর, খোয়াই, সদর 'বি' (সি'গ্রুপ), বিশালগড়, সারাম, তেলিয়ামুড়া এবং উদয়পুর (ডি'গ্রুপ)। আসরের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ ২৭ এপ্রিল। ফাইনাল ২৮ এপ্রিল। সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ হবে এম বি বি স্টেডিয়ামে। এদিকে আসরে অংশগ্রহণের জন্য সদর 'এ' এবং 'বি' দল ঘোষনা করা হয়েছে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সচিব তাপস ঘোষ ক্রিকেটারদের নাম ঘোষনা করেন। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের আজ দুপুর ২ টায় এম বি বি

স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলেছেন। ঘোষিত দল: সদর 'এ'- প্রিয়াঙ্কা আচার্য (অধিনায়িকা), অমরপূর্ণা দাস, মেরিচেতি দেবনাথ, নিকিতা দেবনাথ, মামন রবি দাস, খজু সাহা, প্রীয়াঙ্কা সাহা, লক্ষ্মী দেবনাথ, বিজয়া ঘোষ, কৃত্তিকা কর্মকার, প্রোমিকা হালান, ত্রিশা ছেত্রী, জয়শ্রিতা চক্রবর্তী, মেহা দত্ত এবং আদ্রিতা দেব। কোচ: অমরপূর্ণা দাস। সদর 'বি'- নিকিতা সরকার (অধিনায়িকা), গিয়া মন্ডল, দেবানি দে, শ্যামিতিকা নম: দাস, দেবপ্রিতা চৌধুরি, অবিধা বর্ধন, অভিজ্ঞা বর্ধন, ত্রিশা সরকার, পূর্ণিমা দেবনাথ, ত্রিশা রায়, ত্রিশিমা রোমা, মেহা দেবনাথ, আনামিকা রুদ্র পাল, অদ্বিতা ঘোষ এবং অশ্মিতা দেবনাথ। কোচ: মৌচুসী দে।

রাজ্য ক্রিকেট : সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সদর-এ, শান্তিরবাজার ও এল টি ভি

ক্রীড়া প্রতিনিধি সদর-বি দল ইতিমধ্যে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৩ রাজ্য চ্যাম্পিয়ন সদর-বি দল এবার অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য আসরেও নিজেরা সফলতার দাবিদার করে তুলেছে। সেমিফাইনালে খেলার লক্ষ্যে আরও যে তিন দল মুখিয়ে আছে তারা হলো: সদর-এ, শান্তিরবাজার এবং লংতরাইতালি। তবে ক্ষীণ আশা জিইয়ে রেখেছে খোয়াই, সোনামুড়া এবং গভাছাই। যদিও এ বিষয়ে পুরোটা নির্ভর করছে আগামীকাল টুর্নামেন্টের গ্রুপ লিগ পর্যায়ের শেষ দিনের সাতটি ম্যাচের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি খেলার ফলাফলের উপর। সোমবার অনূর্ধ্ব ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে পুনরায় ৭ মাঠে সাতটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মোহনপুর স্কুল মাঠে সদর-এ দল খেলবে খোয়াইয়ের বিরুদ্ধে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে তেলিয়ামুড়া খেলবে মোহনপুরের বিরুদ্ধে। শান্তিরবাজার মাঠে সারাম ও উদয়পুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সারামে খেলবে শান্তিরবাজার, বিলোনিয়ার বিপক্ষে। বিশালগড়ের জঙ্গলিয়া মাঠে কোলাশহর ও অমরপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। কৈলাসহরের আরকোএম মাঠে ধর্মনগর খেলবে লংতরাইতালির বিরুদ্ধে। তাছাড়া, আর কে আই মাঠে কাশনপুর খেলবে কমলপুরের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ১৯ টি মহকুমা দলের মধ্যে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে ২৯টি ম্যাচের শেষে গ্রুপ-সি থেকে

সদর-বি প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে পৌঁছুলো। গ্রুপ-এ থেকে সদর-এ, গ্রুপ-বি থেকে শান্তিরবাজার এবং গ্রুপ-ডি থেকে লংতরাইতালি এগিয়ে রয়েছে। বলা বাহুল্য, টুর্নামেন্টের শেষ খেলা হয়েছিল ১৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার। তিন দিন বিরতি পেলেও জুনিয়র ক্রিকেটাররা কিন্তু বিরাট মাঠে কৌশলগত বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় অনুশীলন করে আগামীকাল নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার জন্য প্র্যাকটিস করে নিয়েছে। একদিকে ভালো খেলা, অপরদিকে স্পটারদের নজর কাড়াই হচ্ছে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী উদীয়মান ক্রিকেটারদের আরেকটা বিশেষ লক্ষ্য।

সিঙ্গেলস এবং ডাবলস ইভেন্টে নির্দিষ্ট হারে এন্ট্রি ফি স্থির করা হয়েছে। এন্ট্রি জমা দিতে হবে অনুষ্ট্রি চৌধুরি (৯৪৩৬৪৮৪৫৬২) বা জয়ন্ত মজুমদারের (৭০০৫৪২৭৪০২) কাছে। বিস্তারিত নিস সংস্থার প্রয়োজনে ফোনেও যোগাযোগ করে নিতে পারেন। অংশগ্রহণেচ্ছু খেলোয়াড়দের ইতোমধ্যে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় করে এনএসআরসিসি-র ইনভেন্টারে আনুষ্ট্রি টেবিল টেনিস সংস্থার স্পোর্টস অফিসারের কাছে।

উদ্যোক্তারা। ২৩ এপ্রিল সকাল ৯ টায় শুরু হবে আসর। পশ্চিম জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সম্পাদিকা শ্যামলী বনিক এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

আজ গতবারের চ্যাম্পিয়ন বনাম রানার্সদের দ্বৈরথের অপেক্ষা

গুজরাট, ১৬ এপ্রিল(হিস.): আজ গত বারের চ্যাম্পিয়ন গুজরাট টাইটান্স ও রানার্স আপ রাজস্থান রয়্যালসের লড়াই। প্রিমিয়ার লিগের আরও একটা আকর্ষণীয় ম্যাচ। নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হবে এই ম্যাচ। গত বারের আইপিএল অভিষেক হওয়া গুজরাট টাইটান্স ফাইনালে রাজস্থান রয়্যালসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবার কিন্তু চ্যাম্পিয়ন দল গুজরাটের পারফরম্যান্স খুব একটা ভালো জায়গায় নেই। কেকেআরের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে শেষ ওভারে হারের পর অ্যাগুয়ে ম্যাচে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তারা। জিতলেও গুজরাট শিবিরে চিন্তা বাড়ছে অনেক কিছুই। অন্যদিকে, রাজস্থান রয়্যালস আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে। গতবারের মতন এবারেও তারা চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলে

যাচ্ছে। বিশেষ করে চিপকের মাঠে চেম্বার্স সুপার কিংসকে হারিয়ে বাড়তি আত্মবিশ্বাসী তারা। গুজরাট টাইটান্স শিবিরে যেন সব ভালো, কিন্তু অনেক কিছুই ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। কিছুটা ছমছাড়া বলা যেতে পারে। তরল ওপেনার শুভমন গিল দুর্দান্ত ফর্মে। আর এক ওপেনার শ্বহীমান সাহা প্রতি ম্যাচেই বিধ্বংসী শুরু করছেন, বড় ইনিংস খেলতে পারছেন না। তবে এসবের চেয়েও চিন্তা অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নিয়ে। পাণ্ডিয়ার ব্যাটিং ফর্ম এই মুহুর্তে মাঠে শেষ ওভারে হারের পর অ্যাগুয়ে ম্যাচে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তারা। জিতলেও গুজরাট শিবিরে চিন্তা বাড়ছে অনেক কিছুই। অন্যদিকে, রাজস্থান রয়্যালস আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে। গতবারের মতন এবারেও তারা চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলে

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ক্রীড়াক্ষেত্রে মহিলাদের অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে বিশেষ উদ্যোগ নিল

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল(হিস.): আজ ওয়াংখেড়েতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মুখোমুখি হয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এই ম্যাচ দেখতে ওয়াংখেড়ের গ্যালারিতে ৩৬টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মোট ১৯ হাজার তরুণী এবং ২০০ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিশুরা উপস্থিত হয়েছেন। রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন

এবং মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের এডুকেশন ফর অল (ইএসএ) উদ্যোগ মারফত প্রতি বছরই ওয়াংখেড়েতে মুম্বইয়ের একটি ম্যাচ দেখতে শিশুদের আহ্বান জানানো হয়। আজও এমনটাই হয়েছে। এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মেন্টর সচিন তেডুলকার। ইএসএ-র মাধ্যমে

সমাজের সব স্তরের শিশুদের খেলাধুলো ও শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়াটাই মূল লক্ষ্য। আজকের মুম্বই ও কলকাতার ম্যাচটি মহিলা শিশুদের উৎসর্গ করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রে মহিলাদের অবদানকেও এই ম্যাচের মাধ্যমে সেলিব্রেট করা হয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য আজ ম্যাচে সূর্য

কুমার যাদবরা(আজকের ম্যাচে অধিনায়ক রহিত শর্মা নেই) মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মহিলা দলের জার্সি পরে মাঠে খেলতে নেমেছেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অন্যতম কর্মচারী নীতা আশ্বানি বলেছেন, "এই ম্যাচটি ক্রীড়াক্ষেত্রে মহিলাদের অবদানকে সেলিব্রেট করা হয়েছে। এই বছরটা ভারতীয় মহিলা

ক্রিকেটারদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ এই বছরেই প্রথম উইমেন প্রিমিয়ার লিগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহিলাদের শিক্ষা ও ক্রীড়াক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আগ্রহী এবং সেই কারণেই আমরা এ বছরের ইএসএটা মহিলা শিশুদের উৎসর্গ করছি।"





নববর্ষের দিন বনমালীপুর মন্ডল অফিসের শুভ উদ্বোধন করলেন বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যী।

বক্সনগরে দিনদুপুরে হামলা ও লুটপাট

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : রবিবার প্রকাশ্যে দিবালোকে বক্সনগর মধ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে জমির হোসেনের বাড়িতে চুকে সম্বন্ধ হামলা চালিয়ে তাকে রক্তাক্ত করেছে এবং সেনা গয়না ও নগদ টাকা পয়সা লুটপাট করে নিয়ে গেছে। দিন দুপুরে প্রকাশ্যে বাড়িতে চুকে হামলা ও ভাঙচুর, ছিনতাই। রক্তাক্ত এক যুবক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার দুপুর ১ টা নাগাদ মধ্য বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জমির হোসেনের দুই বখাটে ছেলের নেতৃত্বে ১০ থেকে ১৫ জনের এক দল দ্রুত একই এলাকার মহাবল

মিয়ার ছেলে রুবেল মিয়া নামে এক যুবকের বাড়িতে প্রকাশ্যে হামলা চালায় বাড়িতে চুকে প্রথমে রুবেল মিয়া কে ধাক্কা দেয়। অন্য দিকে পিঠে কোপ মারে। তাকে রুবেল মিয়া ঘনাস্থলেই রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। তার পিঠে মোট ৭ সেলাই লাগে। এই সুযোগেই দুজন তার সাথে থাকা সেনার চেনই ও তার স্ত্রীর সোনার চেনই সহ ঘরের আলমারি ভেঙ্গে ৫০ হাজার টাকা সহ লুটপাট করে দুটি গাড়ি করে ঘটনস্থল থেকে মুহূর্তের মধ্যে চম্পট দেয়। পরবর্তী সময় বাড়ি ঘরের লোকজনের চিৎকার শুনে এলাকার অন্যান্য মানুষ তাদের বাড়িতে ছুটে এসে

রুবেল মিয়াকে প্রথমে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এই ঘটনায় রুবেল মিয়া কলমেটোড়। থানায় অভিযুক্ত ছয়জনের নামে লিখিত অভিযোগ করেন। এই ঘটনার সাথে জড়িত ৬জন হল আমির হোসেন(৩২), এমরান হোসেন(২৫) জমির হোসেন(৫০), জয়দুল হোসেন(৪২), চান মিয়া, মইশান মিয়া। এই ঘটনায় থানার পুলিশ সাথে সাথেই গঠনাস্থলে গিয়ে ঘটনার তদন্ত করে। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মদের বোতল ভেঙ্গে গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টা

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : মনুভালি চা বাগান এলাকায় এক গৃহবধূকে মদের বোতল ভেঙ্গে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা গৃহবধূর স্বামী এবং স্বামীর বোনের জামাইয়ের। জানা যায়, নকুল বাড়ী প্রায় সময়ই আকর্ষণ মধ্যপান করে এসে তার স্ত্রী পূর্ণিমা বাড়ীকে বেধড়ক মারধোর করত। অভিযোগ, শনিবার রাতে নকুল বাড়ী এবং তার বোনের জামাই স্বপন বাড়ী মিলে মদের বোতল ভেঙ্গে পূর্ণিমা বাড়ীর পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। এতে গুরুতর ভাবে আহত হয় পূর্ণিমা বাড়ী। পূর্ণিমা বাড়ীর চিৎকার শুনে এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে এসে ভিড় জমায়। খবর পাঠানো হয় কৈলাশহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। অগ্নি

নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে গুরুতর আহত পূর্ণিমা বাড়ীরকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাশহর উনকোট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে পূর্ণিমা বাড়ী সঙ্কটজনক অবস্থায় কৈলাশহর উনকোট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে কৈলাশহর থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক। তাদেরকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এদিকে আক্রান্ত গৃহবধূ বর্তমানে কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।



শনিবার নববর্ষ উপলক্ষে আমতলী নব প্রান্তিক আশ্রমে আবাসিকদের মুখে হাসি ফোটানোর উদ্যোগ নিয়েছিল শহরের বিশিষ্ট সমাজসেবী হীরালাল সাহা। অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার, হেডলাইন ত্রিপুরার কর্ণধার প্রবণ সরকার ও বিশাল সাহা।

ফের শুরু বাইক চুরি

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : শনিবার গভীর রাতে ফকীরনগর চা বাগান এলাকায় এক ব্যক্তির বাইক কে বা কারা চুরি করে নিয়ে যায়। রবিবার কৈলাশহর থানায় অভিযোগ দায়ের করল বাইকের মালিক। ভব্রপল্লী ৬ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা আশীষ দেবনাথের শ্যালক মনতোষ মাল্যকার আশিস দেবনাথের বাইক নিয়ে শনিবার

গভীর রাতে ফকীরনগর চা বাগান এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে যায়। বাইকটি রাস্তার পাশে রেখে কালি নাচ দেখে মনতোষ মাল্যকার ফিরে দেখতে পান রাস্তার মধ্যে থাকা বাইকটি নেই। কে বা কারা বাইকটি চুরি করে নিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর বাইকটির কোন হদিস না পেয়ে রবিবার বাইকের মালিক

আশীষ দেবনাথ কৈলাশহর থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত বাইক উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বাইক চুরির ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নববর্ষে রান্না করা নিয়ে ঝগড়া, আত্মঘাতী স্বামী!

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : বাংলার নববর্ষের দিন খোয়াই লাল ছড়া এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে ৩৫ ঊর্ধ্ব এক যুবক নিজ ঘরের আত্মঘাতী করল। এই যুবকের নাম অনন্ত বনিক পিতা মৃত নারক বনিক খোয়াই লালছড়া এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার বিবরণে এলাকাবাসীর সূত্র জানা যায় বাংলার নববর্ষ উপলক্ষে বাড়ির সবাইকে নিয়ে খাওয়া দাওয়া করবে তাই যথারীতি বাজার করে বাড়িতে এসে তার স্ত্রীকে বাড়িতে দেখাতে না পেয়ে ফেঁদ করে স্ত্রীর কাছে। স্ত্রী জানায়



মেলাতে গিয়েছে। এবং অনন্ত জানায় ঠিক আছে মেলা শেষ করে আসার জন্য, অনন্ত স্ত্রী বাড়িতে এসে কোন এক বিষয় নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা তৈরি হয় এই কারণে অনন্তের স্ত্রী জানায় পরিবারের সবার সাথে নববর্ষের খাওয়া দাওয়া করতে পারবেনা এবং রান্নাও করতে পারবে না এই কথাতে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং আস্তে আস্তে বৃহৎ আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত পরিবারের কেউ খাওয়া-দাওয়া করেনি। রাতের দিকে স্ত্রী যখন নিজ

২য় এর পাতায় দেখুন

অক্ষয় তৃতীয়াতে স্বর্ণকমলের সাড়া জাগানো উপহার



স্বর্ণ কমল জুয়েলারীর স্বর্ণ অক্ষয় শুরু হচ্ছে ১৭এপ্রিল থেকে ২৬এপ্রিল পর্যন্ত। এছাড়া থাকছে মেগা লাকি ড্র ও প্রতিদিন লাকি ড্র। এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় স্বর্ণ মুদ্রা নিশ্চিত উপহার। ঘোষণা দিয়েছে সংস্থার কর্ণধার গোপাল নাগ।

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মতো এ বছরও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে স্বর্ণ অক্ষয় ২০২৩। আগামী ১৭ এপ্রিল থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে থাকবে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড প্রদর্শনী। সেই সাথে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে রাজ্যবাসীর জন্য দারুন উপহার জেতার সুযোগ। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত গোল্ড কয়েন, গোল্ড মেকিং চার্জ ২৫ ছাড়, ডায়মন্ডের মেকিং চার্জ ১০০ ছাড়, প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, মেগা ড্র- হিসাবে থাকছে দুটি সোনার নেকলেস, দৈনিক লাকি ড্রও থাকছে গোল্ড কয়েন জেতার সুযোগ। এছাড়া পুরোনো গয়নার পরিবর্তে নতুন হলমাক্যুজ সোনার গহনা কেনার সুযোগ। রবিবার স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার গোপাল চন্দ্র নাগ। পাশাপাশি বাংলা নববর্ষ ও শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে সকল রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে নীরমহল জলাশয়ের কৃষকদের সমস্যা সমাধান

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : অবশেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর উস্তর মানিক সাহার হস্তক্ষেপে সমাধান ঘটতে চলেছে মেলাঘর নীরমহলের জলাশয় এবং পার্শ্ববর্তী কৃষি জমির কৃষকদের সমস্যা। উল্লেখ্য গত ২০১৯ সালে মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশনায় জানানো হয় রুদ্রসাগরের জলস্তর ১১ মিটার উত্তর রাখার জন্য। এই মর্মে রুদ্রসাগরের জলস্তর ১১ মিটার রাখতে গেলে তার পার্শ্ববর্তী যে কৃষি জমা গুলি রয়েছে সেই জমিগুলোতে কৃষি কাজ করতে গিয়ে অনেকটাই অসুবিধার সম্মুখীন করতে হচ্ছে কৃষকদের।

তাই উক্ত বিষয়ে রুদ্রসাগর সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার নিকট উক্ত বিষয়ে স্থায়ী সমাধানের আর যোজনী একটি চিঠি পাঠানো হয়। তাই নির্বাচনের পর রাজ্যে পুনরায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই বিষয় নিয়ে রুদ্রসাগর সমবায় সমিতির সদস্যদের সঙ্গে আগামী ১৭ই এপ্রিল সেক্রেটারিয়েটার দুই নং হলে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এক বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করেছেন। তাই সমবায় সমিতির ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের বৈঠকে ডাকায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে

ধন্যবাদ জানিয়ে পাশাপাশি সমগ্র রুদ্রসাগর সমবায় সমিতির সদস্যদের অবগত করতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হলেন রুদ্রসাগর সমবায় সমিতির সভাপতি এবং সম্পাদক মহোদয়। এদিন দুপুরে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রুদ্রসাগর সমবায় সমিতির সম্পাদক পরমেশ্বর দাস, সভাপতি পবিত্র কুমার দাস, বিধায়ক কিশোর বর্মণ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক দেবরত ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন সম্পাদক পরমেশ্বর দাস এবং বিধায়ক কিশোর বর্মণ।



রাধাকৃষ্ণের এবার অক্ষয় তৃতীয়ায় নানা উপহার

ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি : ১৭ই এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত উদ্‌যাপিত হচ্ছে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয়। প্রতি বছরের মত এবার ও রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উদ্‌যাপন হবে। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া অর্থাৎ শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি। অক্ষয় তৃতীয়া কথার অর্থ হল- অক্ষয় কথার অর্থ হল যা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়না এবং তৃতীয়া কথার অর্থ হল বৈশাখ মাসের শুক্লা পক্ষের তৃতীয়া তিথি। পৌরণিক মতে তৃতীয়া নিটাকে অত্যন্ত শুভ দিন হিসাবে গণ্য করা হয়। দেবব্যাস ও গনেশ এই দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন। এই দিন সত্য যুগ শেষ হয় ত্রেতা যুগের সূচনা হয়। বৈদিক বিশ্বাসমুগের এই পবিত্র তিথিতে কোনো কিছু ক্রয় করিলে তা



অনন্তকাল অক্ষয় থাকে। কোদার-বতী-গঙ্গোত্রী-যমুনাতীরে যে মন্দির ছয়মাস বন্ধ থাকে। এই দিনেই

তার দ্বার উদ্‌ঘাটন হয়। দ্বার খুললেই দেখা যায় সেই অক্ষয়দীপ যা ছয়মাস আগে জ্বালিয়ে আসা

হয়েছিল। কথিত আছে এই তিথিতে রত্ন- সোনা- রূপা কেনা হয়। এই শুভ তিথিতে রত্ন ক্রয় করিলে

অক্ষয় থাকে এবং ঘড়ে সুখ শান্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি হবে। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারীতে এই সময়ে সমস্ত গ্রাহকদের জন্য থাকবে বিশেষ অক্ষয় সন্দেশ সোনা ও হিরের নতুনত্ব ও অভিনব সস্তার থেকে নিজের পছন্দসই গয়নার সাথে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া উদ্‌যাপনের সুযোগ এবছর অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে গ্রাহকদের জন্য অক্ষয় থাকছে নিশ্চিত উপহার প্রতি কেনাকাটাতেই প্রতিদিন লাকি-ড্রতে ৪টি করে সোনার কয়েন জেতার সুযোগ থাকছে মেগা ড্র-তে থাকবে ৩টি স্কুটি। এছাড়াও রয়েছে সোনার গয়নার মজুরীতে ২৬ শতাংশ ছাড়, হিরের গয়নার মজুরীতে ১০০শতাংশ ছাড় পরিমিত গ্রহণের সুযোগ ও রপোর

২য় এর পাতায় দেখুন

THE COMPUTER POINT
ISO 9001:2008 Certified Institution
Tripura Regional Office : Durga Choumanli, Progtati Road, Tripura-799001, E-mail : tcpointagt@gmail.com, Log On to : www.tcpoin.org Call at : 9436129960 / 7005355646
COURSE : * KIDS * CCC * BCC * CA * DCAP * ADCAP HARDWARE * CFA * TALLY * DTP * DTA * GRAPHIC DESIGNING * WEBPAGE DESIGNING * CLASS XI & XII COMPUTER SCIENCE * IP SPOKEN ENGLISH * MULTIMEDIA (ARENA) * COMPUTER TYEST
প্রশ্নটি রোড (দুর্গা) টোমহুনির নিকটে ৯৪৩৬১২৯৬০), যোগেশ্বরনগর (গার্লস স্কুলের নিকটে ৯৮৬২১৮৮৫১), রানীরবাজার (থানার বিপরীতে ৯৮৬২১৮৮৫১), খোয়াই (বনকর ২২২৬৬০), আমবাসা (এএ রোডের পাশে ৮৭৩২০৫১৭৮৪), জিরানিয়া ৮৭২৯৯১১৩৩৪, উদয়পুর ৭০০৫৯১৮৬১৮
Owner, Publisher, Editor, Printer : Smt. Chandra Roy, Published from Banamalipur, Jorapukurpar, P.O. - Agartala, P.S. East Agartala, Tripura West, Pin - 799001, Printed from Mudran, Ramnagar Road No.4, Agartala, Tripura West, Pin - 799001, Asst. Editor : Bishal Saha, REGD. WITH RNI NO. 40964/90, POSTAL REGD. NO AGT/012/2018-2020, Phone : 9436456207, e-mail : bhabishyattripura2021@gmail.com